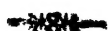


মূচীপত্র।



পিতা পরিচয়

দেশ বন্দনা

রক্ত বন্দনা

সাক্ষ বন্দনা

মম পণ বন্দনা

রাজপুত্র ও সেনাপতির জীবন উপাখ্যান ১

জ্ঞান ও কুমারের জন্ম ৩

হুমায়ূনের বিদ্যারম্ভ ৭

রাজ কুমারের মৃগয়া ১১

চিত্রসেনের তাজদীপে গমন ১২

বন্যপুত্রের পরিচয় ২৪

চিত্রসেনের তাজদীপে গমন ২৬

চিত্রসেনের হেমলতার সহিত সাক্ষাৎ ৩৮

হেমলতা স্ত্রী বাক্যের বিবরণ কহিতেছেন ৪২

চিত্রসেনের বিবাহ ৪৭

চন্দ্র-কুমারের সহিত উকেশীর মিলন	৫২
রাজ কুমারের উকেশীর সহিত কথোপকথন	৫৭
সেনাপতি ও রাজ কুমারের পুনর্মিলন	৫৯
হাতছাড়াপে পুনর্গমন ও সালবান রাজার শাপ মোচন	৬৪
রাজ-কুমার ও চিত্রসেনের বাটী গমন	৭১
কুমারের বিবাহ জন্য শল্য রাজার নিকট দ্রুত প্রেরণ	৭৭
রাজা ইন্দ্রসেনের দৈন্যের সুসজ্জার্থে মন্ত্রী প্রতি আদেশ	৮১
ইন্দ্রসেন রাজা কুমারের সহিত মগধ রাজ্যে গমন	৮৩
রাজ-পুত্রের বিবাহ	৮৫

সূচীপত্র সমাপ্তঃ ।



বিজ্ঞাপন ।



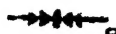
প্রায় দিনকর কৰাধিক বিস্তার বশঃ প্রান্তরক-
ণোপম অজ্ঞান তিমিরাক্তকঃ সাধারণ ধরাঃ পণ্ডিত-
গণ সমীপে অশ্রদাদির প্রার্থণীয় যে যথা সাধ্য বহু
বিধ পদো মৎ প্রণীত এই নব্য কাব্যে করুণারামি
প্রকাশি বারেক অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত পূর্বক আমাদে
রিত্যপ ও এই শ্রম সকল করিবেন এবং ভবদীয়
সভার সম্মুখ গুণগুণ গ্রাহকতা প্রকাশ করতঃ ইহার
দোষ সমূহ মাজ্জনা করিবেন অপর সকল সাধারণ
জন গণ জ্ঞাপনার্থে প্রচার করা যাইতেছে ইহাতে
অন্যোর অধিকারাতাব হেতুক কেহ অনুমতি না-
হীত ছাপাইলে তাহাকে রাজ-দরবারে দণ্ড পাঠ-
তে হইবেক ।

শ্রীশ্রীনাথ দাস ঘোষ ।

সাং পাণিহাটি ।

জ হু পরিচয় ।

২৪



কলিকাতা অশুপাতি কানিহু টী গ্রাম । কনিহু
কুগিন বহুকাম, তথা বস । শান্তি অতি সুপাতি
বহু গুণবান । নিজস্বত্ব বিশ্বাস্য দাস (হেম নাম) ॥
ভাঁব জ্যেষ্ঠ শিবচন্দ্র শিবাকর । সৌভাগ্যে ঘোষ
নাম তনয় ভাঁবক ॥ প্রাণ্যে ঘোষ তার কনিহু
নন্দন । প্রকাশ কনিহু এটি গ্রন্থ বিবরণ । অতঃপর
পাঠপাঠ্য করিয়া শ্রবণ । বহুব্রহ্মে নব্য কাম পরিচয়
রচন ॥ নিবেদন করি গুণিগণ সন্নিবাসনে । প্রণতি
বিনতি স্তুতি বিবিধ বিধান ॥ নিজস্ব জ্ঞানহীনে
দয়া প্রকাশিয়া । জন যদি থাকে তাহা দিবেন
শুধিয়া ॥

গণেশ বন্দনা ।

—३४—

সকল কর গণপতি গিহি জা নন্দন । গজেন্দ্র বন্দন
মোক্ষের সমুদ্র ভূষণ ॥ চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পুষ্প
ভন । থল স্তল কলসের মূখিক বাহন ॥ ত্রক্ষ বহি
বেদে যারে করয়ে বাখান । সর্ব বেত্তাভূত ভাবিয়া
বহনন ॥ যোগেশ্বর জ্যোতির্দয় দেব গজানন । সক
দেব অগ্রে হয় তোমার কর্তন ॥ বেদান্ত বেদান্ত
মার নাহি হয় সীমা । জনন্ত না পার ভক্ত লোক
মহিমা । আমি দীন বুদ্ধি হীন নাহ কোন জ্ঞান ।
রূপা কর লস্কোর হয়ে রূপাবান ॥ তোমার মহিমা
গান করিতে মনন । শক্তি দেহি সিদ্ধিদাতা দেব
গজানন ॥ তনাম স্মরণে হয় কলুষ মোচন । সক
শাস্ত্র সিদ্ধ এই স্বরূপ বচন ॥ বিশ্ব হর লস্কোর
হয়ে রূপাবান । তোমার করুণা বিনা নাহি দেখি
দ্রাণ ॥ এ ঘোর ভব সাগরে করুণা করিয়া । নিস্তার
জিনাথে প্রভু পদ তরী দিয়া ॥

সরস্বতী বন্দনা ।

— ৩৪ —

বন্দ মাতা বীণাপাণি, সুরাঙ্গ মহিমা শুনি,
পতিত পাবনী নারায়ণী । ত্রিভুবন জ্ঞান দাত্রী, সর্ব-
জীবে অধিষ্ঠাত্রী, তুমি মাতা জগত জননী ॥ শ্বেতা-
কর্ণী ত্রিনয়নী, শ্বেত পদে বিরাজিনী, শ্বেতাশ্র-
পরা বাগ্‌বাণী । বাক্য রূপা সিনাতনী, গীত বাদ্য
প্রসূতিনী, ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনী । তব রূপা হয়
যারে, মহা কবি বলি তারে, সকলেতে করয়ে বর্ণন ।
শাল্মলীকান্দি দুনিগণ, সেবিয়া তব চরণ, মহা জ্ঞানী
অতি বিচক্ষণ ॥ মহাকবি বেদবাস, আর কবি কালী
দাস, নানা মতে সাধন করিয়া । খ্যাত নাম ত্রিভুবনে
তোমার চরণ গুণে, তব পদ কমল সেবিয়া ॥ তোমা-
র করুণা নিকু, হৈতে যারে এক বিন্দু, বিস্তর গো-
চরিত্রা করুণা । ধন্য সেই ধরাপরে, সকলে প্রশংসা
করে, মান্য রূপে করয়ে গণনা ॥ এ দীনে করুণা
করি, কণ্ঠে উর বাগেশ্বরী, বাগ্‌বাদিনী জ্ঞান প্রদা-
য়িনী । মনো তমো বিনাশিনী, জ্ঞানাদিত্য প্রকা-
শিনী, নিস্তার মা বিদুধা বন্দিনী ॥ তব চরণ কমল
সুশীতল নিরমল, জীনাথের সদত বাসনা । দয়া করি
দীন হীনে, বিহ্বল মা নিজগুণে, অকিঞ্চনে মকরন্দকণা ।

সত্য নিবন্ধন, ব্রহ্ম সনাতন, বেদেতে চিহ্ন কর ।
 তুমি সূক্ষ্ম মূল, সকলের মূল, ব্যাপ্ত চরাচর ময় ।
 নিত্য নিরাকার, হইলে সাকার, উপাসক কার্য কর ।
 অসীম জনম, অগমা বেদান্ত, সকলের অগ্রগণ্য ।
 ত্রিগুণ অজীত, ত্রিগুণ আজিত, নিগুণ সগুণ তুমি ।
 ব্রহ্ম পরাংপর, ব্যাপ্ত চরাচর, আকাশ পাতাল তুমি ।
 নাহিক চরন, সর্বত্র গমন, বিনা করে সন করে ।
 নাহিক নয়ন, সর্বত্র দর্শন, ব্রহ্ম ছেন শক্তি ধরে ।
 দেবতা কিম্বদ, ভুতর খেচর, সকলেতে আচ্ছাবর্তী ।
 চক্ষু সূর্য্য গ্রহ, বক্ষত্র সমূহ, সকলের অন্তর্বর্তী ।
 ব্রহ্ম নিরাকার, অত্যাশ সাকার, দীপ্তমান যাতা হয় ।
 পাণ্ডে পাণ্ডে অম্বু, রবি প্রতি বিম্বু, সেকণ জগত
 ময় ॥ গাবী নানা বর্ণ, ব্রহ্ম এক বর্ণ, না হয় যেমন
 ভেদ । সকলেতে নতি, হর তার স্থিতি, মুক্তি সিদ্ধ
 এই মেন ॥

অন্ন পূর্ণা বসনা ।



: শান্ত অন্নদা । তুফান তপন । বিশ্বমাতা জগৎ
 কন্যা । লক্ষ্মী জননী, বিশ্ব প্রসাবিনী, তুমি গো বিশ্ব
 সংহরী ॥ সর্ব স্বকপিণী, রক্ত সনাতনী, রক্ত ই
 ক্ষয় তব । কোমর চরণ, সেটি পঞ্চানন মত
 বৈকুণ্ঠ, গরাভব ॥ তব নাম করি, কণ্ঠে বিষধরি, নীল
 কণ্ঠে নিব নাম । তোমারে স্মরণ, করে সেইজন,
 অন্ন হব মোক্ষ ধাম ॥ মায়া প্রকাশিয়া, জগত
 সৃজিয়া, টাটাইলা অন্নদানে । সুখ মোক্ষ ধাম,
 অন্নপূর্ণা নাম, বিখ্যাত বেদে পুরাণে ॥ গন্ধর্ব্ব কিম্বর,
 তুচ্ছ খেচর, সর্ব জীব অধিষ্ঠাত্রী । রক্ত স্বকপিণী,
 মাতা সনাতনী, তুমি মাতা কৃগন্ধারী ॥ দীন হীন
 জন্মে, কৃপাবলোকনে, পুরাও মূর্খের আশ । তোমারে
 বর্ণনা, করিতে বাসনা, করিয়াছে তব দাস ॥ কণ্ঠে
 আসি উর, বাঙ্ক পূর্ণ কর, অন্নদা করি কল্পনা ।
 এই হেতু স্থিত, হেরি অবিরত, ত্রিনাথের এ
 বসনা ॥

রাজপুত্র ও সেনাপতির জীবন

উপাখ্যান ।

পয়ার । চন্দ্রদ্বীপ নামে এক বিখ্যাত নগর ।
ইন্দ্রসেন নাম রাজা তাহার ঈশ্বর । পরাক্রমে পূর্ণ
যশে কর্ণের সমান । বিজ্ঞানস্বত্ব স্বত্ত্ব দান্য পীর মতি-
মান ॥ রাজার মহিষী নাম ক্ষীরদবাসিনী । নিক-
পমাক্ষিপা-বামা জিনি সৌদামিনী । এক দিন নৃপ-
বর মহিষীর নক্ষ । নিশিতে ছিলেন নানা কোতুল-
প্রসঙ্গে ॥ অকস্মাৎ নরপতি হয়ে অগমন । বসি-
লেন ধরাসনে মলিনবদন ॥ ভূপতিকে মূরমুগ দেখি
ঈশ্বরভী । কৃতাক্ষণি করি কহে করিয়া মিনতি ॥
কি কারণে অসামন বিরসবদন । অক্ষপূর্ণ কি কারণ
দেখি হৈ ময়ন ॥ কি লাগিয়া মহারাজ হুঃখিত অন্তর ।
অন্তরেতে নিরন্তর কেন ভাবান্তর ॥ তুমি রাজা

মহিবীর বিনয়বচন । মুহূর্ত্তরে কহিছেন বিধাদি
 মন ॥ কৃপাসিক্ত ভগবান জগত ঈশ্বর । বিন্দুদা
 আশারে করেছেন মহীশ্বর ॥ অতুল ঈশ্বর্য্য রা
 বিশাল বিস্তার । পুজ বিনা ত্রিসংসার সকলি অগার
 নানারত্রে পরিপূর্ণ মম ধনাগার । পুজরত্ন বিনা
 দেখি অন্ধকাব ॥ পুজ হৈতে পুষ্পাম নরক
 পার । এমন তনয় নাহি হইল আমার ॥ হেন পু
 রত্ন মোরে না দিল গোসাঞি । মম মম পাত
 এ ধরাতলে নাই ॥ কি কায সংসারে আর যাই ব
 বাসে । ঈশ্বর সাধন বনে হবে অনায়াসে ॥ অনি
 শরীর এই জহাবিশ্ব প্রায় । পদপদ্মে জীবন জী
 জন ভায় ॥ নিত্যবস্ত্র ভগবান অমূল্য যে ধ
 রহেহি তুলিয়ে পেয়ে সামান্য যে ধন ॥ কায ন
 রাজ্য ধন জন পরিবার । ধার্য্য করিয়াছি
 অনিত্য সংসার ॥ বৈরাগ্য আত্মমি হরে বনে প্র
 শিন । নিত্যবস্ত্র ভগবান পদ আরাধিব ॥ ভূপ
 চেনে মহিবী সক্রান্তরা । বিধাক্ত অন্তরে বহে
 যনে ধার্য্য ॥ নরপতি প্রতি কহে করি যোড়প
 অতি মুহূর্ত্তরে নূপে কহিছেন রাণী ॥ অ
 নভারাক খেদ কি কারণ । উদ্ধত বারণ মনে

নিবারণ ॥ সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত ছাপনি বিচক্ষণ
অজ্ঞানের মত খেদ কর কি বারণ ॥ দৈববলে
কোন কর্ম না হয় রাজন ॥ অতএব কর রাজা দেবতা
অর্চন ॥ সত্য ত্রেতা ছাপার কলিসুগম মুগাভরে ।
পূজার্থে করেছেন যত যত নূপনরে ॥ যজ্ঞকলে
সকলের হয়েছে দফল ॥ অতএব দৈব বিনা আব-
নাহি বল ॥ ইন্দ্রসেন নরপতি প্রিয়সী বচনে । ধৈর্য্য
হৈয়া বিচার করিল ॥ মনেমনে ॥ শ্রীনাথে কবণাময়ী
করণ করিয়া । পার কর ভবাসিন্ধু পদতরি দিয়া ॥

—মৃগ—

যজ্ঞারম্ভ ও কুমারের জন্ম ।

পর্যায় । নিশি অবসানে শুলী গোলা স্থানান্ত-
র । কুমদী মুদিত হেল হয়ে ভাবান্তর ॥ প্রকাশ
হইল দিবা দেখি দিবাকর । কমলিনী সরোবরে
প্রফুল্ল অন্তর ॥ আনন্দসলিলে ভাসেজলের হিলোলে ।
মকরন্দ পানে মত্ত মত্ত অলীকুলে ॥ চক্রবাক চক্র-
বাকী একত্রে মিলিল । প্রমালাপে দৌহে যুগে যুগ
আরোপিল ॥ ইন্দ্রসেন নরপতি রাজা ইন্দ্রপ্রায় ।
প্রত্যাহতে বার দিয়া বসিল সত্যায় ॥ মন্ত্রী প্রতি

আদেশ করিলেন নরপতি : যজ্ঞ আয়োজন কর
 শীঘ্রগতি । যতেক ব্রাহ্মণ আছে মম আধিকারে ।
 নিমন্ত্ৰণ লিপি শীঘ্র দেহ সবাকারে ॥ শুক প্রজ্ঞে
 হিতে আন করি আবাহন । অতঃ মম বিশেষ
 আহরে প্রয়োজন । রাজার আদেশে মন্ত্রী স্বরাশির
 হৈরা । নিমন্ত্ৰণপত্রিকা দিলেন পাঠাইয়া ॥ পত্রিক
 পাঠিয়া মাত্র যতেক ব্রাহ্মণ । চন্দ্রভীষ নগরেতে
 করিলা গমন ॥ রাজার সভাতে গবে হৈলা উপ-
 নীত । গাত্রোত্থান কৈলা রাজাহরে স্বরাশিত ॥ ভূপতি
 ভুতলে আসি তাজি সিংহাসন । গলবস্ত্র হয়ে কহে
 মধুর বচন ॥ অতঃ যে সকল জন্ম অতঃ আমি ধন্য ।
 ব্রাহ্মণ মণ্ডলি প্রদরজ প্রাপ্ত জন্ম ॥ যে পদ কমলা
 কাজিক কমললোচন । ভূগু-পদচিহ্ন বক্ষে করিলা
 ধারণ ॥ সুদীর্ঘতর ব্রহ্ম আজি আকার কলিল । দেহত
 ব্রহ্মবিশ্বম-অবাসে মিলিল ॥ স্তরে তুষ্ট ভূপতি
 হয়ে বৃক্ষগণ । আয়োজন করিলা ব্রহ্মে অ শীঘ্রবস্ত্র
 পাশ্র্বে অর্ধ কমা যজ্ঞ দিয়া সন্মানে ॥ সভা মধ্যে
 বসাইলেন অতি সম্মানে ॥ গলবস্ত্র হয়ে রান
 করিলা নিমন্ত্ৰণ কর ফোড়ে কহিছেন মধুর ভাষা
 নৃজায়ে করিহ যজ্ঞ মনেতে বাগনা । কৃপা ক

দুনিগণ পুরাও কামনা ॥ প্রাণ বলিয়া মন যতেক
 ব্রাহ্মণ ॥ আদেশিকা করিবারে সন্ত আদেশজন ॥
 ইচ্ছা দেন নরপতি যুগ জাজ্ঞা লরে ॥ আরও করিলা
 যজ্ঞ শুদ্ধচিত্ত ভাবে ॥ বেদ পাঠে সহস্র সহস্র দ্বিজ-
 গণ ॥ নিযুক্ত করিয়া দিল বস্ত্র অভরণ ॥ নিত্য নিত্য
 ব্রাহ্মণ ভোজন মানানতে ॥ দক্ষিণা বিধিও রত দেন
 আনন্দেতে ॥ নগা বেদ বিধিও কৈ বস্ত্র সমপিন ॥
 ব্রাহ্মণে দিলেন দান দিনান্ত করিয়া ॥ নগা রত
 পাইয়া যতেক সুধগণ ॥ আনন্দমাগন মথ সবাচার
 মন ॥ পুত্রপতি ভব রাজ্য বলিলা মন ॥ ভূপতি
 আনন্দ অতি হৃদয়িত মন ॥ নানামতে স্তব স্তুতি
 ব্রাহ্মণে করিয়া ॥ বিচার করিলা নানা নর জন
 দিয়া ॥ স্বয়ং স্থানে প্রস্থান করিয়া দুনিগণ ॥ পুত্রকে
 পূর্ণিত চিত্ত হইলা রাজন ॥ কিছু দিন পরে স্ত্রী
 হইয়া স্বাতন্ত্র্য ॥ দৈবকম্বলজেতে হইল গণ্ডবতী ॥
 পঞ্চমাসে পঞ্চামৃত দিল নারীগণ ॥ দশম মাসেতে
 সাধ করিলা ভক্ষণ ॥ দশ মাস দশ দিন পূর্ণিত
 হইল ॥ শুভক্ষণে শুভকালে পুত্র প্রসবিল ॥ বোল-
 কলা পূর্ণ নিম্বলঙ্ক শশধর ॥ ভূমিষ্ঠ হলেতে উত্ত-
 রিল ধরাপর ॥ অপকপকপ দেখি যত নারীগণ ॥

রাজরাণী প্রতি কহে মধুর বচন ॥ দৈব কর্মক
 রাণী কুমার তোমার ॥ আকার প্রকার যেন দে
 অবতার ॥ মঙ্গল মন্ত্রকণ কতু নাহি দেখি ॥
 পুষ্প মুখ দেখি বুড়ান গো জাঁখি ॥ হেন অপকণ
 কপনা দেখি কপন ॥ বিধাতা নিজ্ঞানে বসি করে
 গঠন ॥ পরস্পর রামাগণ এক চুকে চান ॥ আনন্দি
 যান রাণী সবারে দেখার ॥ এইকণ রামাগণ দেখি
 কুমারে ॥ প্রশংসা করিয়া গেল নিজ নিজ ঘরে
 এসেনী বাহিরে গিয়া রাজসম্মিধানে ॥ গলবস্ত্র হ
 কহে মধুর বচনে ॥ নিবেদন করি শুম রাজা মহ
 শয় ॥ শুভকণে হইয়াছে তোমার তনয় ॥ শু
 নরপতি ভক্তি হরষিত মন ॥ এসেনীরে পুরক
 দিয়া নানা ধন ॥ সিংহাসন অর্জি রাজ্যপুণ্ড্র
 হৈরে ॥ আনন্দ অন্তরে যান দেখিতে তনয়ে ॥ পুল
 পুর্নিত হরে ভূপতি তখন ॥ পদপ্রজে অকল্প
 করিয়া গমক ॥ তনয়ের কণ দেখি ইন্দ্রমেন ভূপ
 আশ্চর্য হইলা দেখি অপকণকণ ॥ অগুজক অ
 মনে ভিন্নিরে যে ছিল ॥ মঙ্গ পুষ্প মুখচন্দ্র তাহা বিনা
 শিল ॥ অস্বস্তিত হরে রাজা বাহিরে আসিয়া
 আঁজা নিজ মন্ত্রী প্রতি মন্তার বসিয়া ॥ আন

পণ্ডিত নতম সম্মানিত করে । যথা যোগ্যদান দান কর
 সবাকারে ॥ সোমণা করহ নন্দী রাজ্যের চিত্তরে ।
 কেহ নাহি রহে যেন বিরস অন্তরে ॥ অন্ধ বধু লীন
 হীন দরিদ্র জনারে । ধন বিতরণ মন্ত্রী কর অত-
 তরে ॥ ভদ্রমহা ৩ মন্ত্রী রাজ্য আক্রমণ করে । অক-
 তরে ধন দান করিল সবাকারে । পুর পাইয়া ধন
 বহুতক ব্রাহ্মণ । আশীর্বাদ করিবার করিল গমন ॥
 ক্রমে পক্ষ সন্ধান মান হইল অতীত । বর্ষ মাসেতে
 রাজ্য আনি পুরোহিত ॥ বেদ পাঠ করিত পুণ্ড্রমুখে
 জ্ঞান দিয়া । রাজপুত্র নাম চন্দ্রকুমার রাখিল ॥
 স্তম্ভপক্ষ শশী ভূম্য রাজার কুমার । দিনে দিনে
 বৃদ্ধি হয় জ্ঞান শোভাকর ॥ শ্রীনাথে করুণাময়ী
 করুণা করিয়া । পীর কর ভরণে পদতরি দিয়া ॥

ক

—৩৩৬—

কুমারের বিদ্যারম্ভ ।

পয়ার ৮ একদিন নৃপবর বসিল সভায় । ব্রাহ্মণ
 পণ্ডিত চতুর্দশে শোভা পায় ॥ অনাত্য বান্ধবগণ
 হইয়া বেষ্টিত সমকল্পমণ্ডলে যেন চন্দ্রিমা শোভিত ॥
 গায়ক নর্তকগণ সম্মুখে বসিয়া । নৃত্য গীত আশুভিন

যন্ত্র মিলাইয়া ।। ছয় রাগ হুত্রিশ রাগিনী অ
 ভাপনে । অসিম আনন্দ পূর্ণ ভূপতির মনে ।। এ
 কালে সভায় আসিয়া উপনিত । তেজসি তপ
 তেজে তপনউদিত ।। ব্রাহ্মণে দেখিয়া রাজা ক
 গাছোখান । করযোড়ে সম্মুখেতে করিলা সম্মান
 সাধীক্রেতে প্রণমিয়া যোড় কারি কর । সবিন
 কহিতে লাগিলা নরবর ।। কি কারণে মুনিবর হে
 আগমন । স্বরূপ লনিত ইচ্ছা তব বিদগ্ধ ।। বাজ
 বিনয়ে কৃষ্ণ হইয়া তখন । মুহূর্ত্তেরে কহিলেম মা
 বচন ।। সর্বানন্দ শম্মা নাম বিদ্যা বাবস
 দেশ দেশান্তরে হইয়াছি দিগ্বিজয়ি ।। ভূপতির ব
 বাণী করিয়া শ্রবন । দেখিতে এগেছি তব সভাস
 গণ ।। রাজা ঈশ্বরেন সর্বানন্দের বচনে । আনন্দি
 নরপতি হৈয়া মনে ।। বিচার করহ যত সভাসদগ
 দিগ্বিজয়ি সর্বানন্দ ভট্টাচার্য্য সনে ।। রাজার আ
 পেয়ে সভাসদগণ ।। বিচার আরম্ভ সভে করি
 জ্ঞান ।। ব্যার শত পাতঞ্জল বিবধ প্রকার । সর্বান
 ভট্টাচার্য্য করেন বিচার ।। সর্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত অ
 বিচক্ষণ ।। পরামর্শ করিয়া রাজ সভাসদগণ ।। সর্বান
 রাজপুত্রা জিনিয়া বিচারে । মুহূর্ত্তেরে বচনেতে ক

রাজারে ॥ তব সভাসদগণে করেছি পরাস্ত । বিচারে
 পণ্ডিত গণ হয়েছে নিরস্ত ॥ সভাসদগণ বহু রহে
 মৌন হয়ে । কহিছেন সর্কানন্দ রাজারে চাহিয়ে
 কাহার সহিত আমি করিব বিচার । আজ্ঞাকর
 মহারাজ যা ইচ্ছা তোমার ॥ হেনকালে কুমারে
 লইয়া কোড়েতে । নৈলিনী আইল এক রাজার
 সভাতে ॥ কুমারের চমৎকার দেখিয়া সৌন্দর্য্য ।
 কহিতে লাগিল সর্কানন্দ ভট্টচার্য্য ॥ শুন মহারাজ
 এই তোমার নন্দন । বিচারিয়া দেখিলান সসমুদয়
 ইহার শিক্ষক আমি হইয়া রাজন । সর্ব শাস্ত্রে বিদ্যা-
 রস করিব নন্দন । আচার্য্যের বাক্য রাজা করিয়া
 শ্রবণ । কুমারে তখন করিল সমর্পণ ॥ সর্কানন্দ
 ভট্টচার্য্য লইয়া কুমারে । নানা মতে শিক্ষাদেন
 হারয় অন্তরে ॥ কিছুদিন শিক্ষা পাইয়া রাজার নন্দন
 সর্ব শাস্ত্রে বিলক্ষণ হৈল বিচক্ষণ ॥ কুমারে
 শুশিক্ষিত দেখিয়া আচার্য্য । কবিরত্ন দিগ্বিজয় মনে
 করি ধার্য্য ॥ উপাধি প্রদান করি রাজার নন্দনে ।
 লৈয়া গেল কুমারে রাজার সদনে ॥ আচার্য্য
 দেখিয়া রাজা সম্মুখে উঠিয়া । মৃদুস্বরে কহিছেন
 গলেবস্ত্রদিয়া ॥ কি কারণে আগমন কুমারে লইয়া

শুনিতে বাসনা বড় বল বিস্তারিয়া ॥ রাজার বিনয়ে
 তুষ্ট হইয়া তখন । কহিতে লাগিল। হয়ে সহাস্য
 বদন ॥ কুমারেরে মহারাজ করহ পরীক্ষা । কি পৰ্য্যন্ত
 শাস্ত্রসব হইয়াছে শিখা ॥ শুনি রাজা আদেশ
 করিলা দুঃগণে । পরীক্ষা করত সতে আয়ার নন্দনে
 রাজার আদেশ পাইয়া সভাসদগণে । শাস্ত্রালাপ
 করিছেন কুমারের সনে ॥ শাস্ত্রের প্রসঙ্গে সতে
 সন্তুষ্ট হইয়া । কহিতে লাগিল। সতে রাজারে চাহিয়া
 শুন মহারাজ এই তোমার নন্দন । সৰ্বশাস্ত্রে হট-
 রাছে অতি বিচক্ষণ ॥ কুমারেরে শুশিক্ষিত দেখি
 নরপতি । আচার্য্যের প্রতি হৈলা হরষিত অতি ॥
 নানানন্তে স্তব স্তুতি করিয়া রাজন । আচার্য্যেরে
 পুরস্কার দিলা নানাধন ॥ চিত্রসেন নামে সেনাপতির
 প্রধান । কুমারে দিলেন শিখাইতে ধনুর্কান ॥ কিছু-
 দিনে অস্ত্র বিদ্যা হৈলা সুশিক্ষিত । দেখি চিত্রসেন
 হৈলা পুলকে পূর্ণিত ॥ নিত্য সঙ্গ করি লয়ে রাজার
 কুমারে । অরণ্যে প্রবেশ করে যুগ্ময়ার তরে ॥
 সীনাথে ককণাময়ী ককণা করিয়া । পার কর তবার্ণবে
 পদতরি দিয়া ॥

রাজহুমারের মৃগয়া ।

একদিন রাজপুত্র চিত্রদেব সনে । অরণ্যেতে
 প্রবেশিলা মৃগয়া করণে । উত্তরিলা গিয়া দৌহে
 গহণ করেন । প্রফুল্ল অন্তরে করে মৃগ অন্বেষণ ।
 নানা কতি মৃগবধ করি ছুটি জনে । ভ্রমণ করেন
 দৌহে সানন্দিত মনে ॥ পথশ্রান্তে কান্ন হার বাজার
 নন্দন : বসিলেন বৃক্ষশ্রাব মলিন তনু ॥ ইহকালে
 কাকের ডাক শুনি তনু তরল । ঘোর অন্ধকারে বন হইল
 ভ্রমণ । ভয়ে ভিত চিত দৌহে করেন বাদন ।
 কাতর হইয়া করে ঈশ্বর সন্ধান । কক্কর নিধান
 রূপানিধি দরাসয় । তনু ইচ্ছামতে সৃষ্টিস্থিতি হর-
 পয় ॥ চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ আদি ভব লোকায়িন । নিয়াম
 গমন করিতেছে সর্বদিন । দরাসয় নাম তনু শুনেহি
 পুরাণে । কিসের নিদে প্রভু বাঁচাও কাননে ॥
 ঘোর অন্ধকার দেখি ভয়ে কাঁপে জাগ । কোয়ার
 করুণা বিনা নাহি দেগি জাগ ॥ এইরূপে ছুইজনে
 করেন রোদন । কম্পান্বিত কলনের দেখি ঘোরবন
 অন্দন করেন দৌহে ব্যাকুল হইয়া । উপার না পান
 কিছু মনেতে ভাবিয়া ॥ বৃক্ষোপরে ছুইজনে করি

আরোহন । বসিরা রহিল। অতি বিসাদিত মন ।
 ইতিমধ্যে শর এক করিয়া অবণ । চিত্রসেন প্রতি
 কহে রাজার নন্দন ॥ কিনের এ ধ্বনি শুনি কর
 অনুভব । আচম্বিতে শুনি একি কোলাহল রব ॥ কম্পা-
 দ্বিত কলেবর হৈয়া দুইজন । ভয়ে ভিত চিত মুখে
 নাসারে বচন ॥ ক্রমে২ বুদ্ধি হৈল কোলাহল ধ্বনি ।
 স্তব্ধ হয়ে রহে দৌহে ঘোরশব্দ শুনি ॥ ভয়ঙ্কর
 বেশ অশ্বারোহি অস্ত্রধারি । মহাদক্ষ করি আসি
 তেছে সারি ॥ যেই বৃক্ষে দুইজনে ছিল লুকাইয়া ।
 উত্তরিল অশ্বারোহি গব তথা গিয়া ॥ অশ্ব বান্ধি
 সকলেতে নামি ভূতলেতে । বিবধ আয়ুধ কবে করি
 সকলেতে ॥ দন্যবৃত্তি করিবার করিয়া মনন ।
 পরস্পর পরামর্শ করে জনে জন ॥ শুনি চিত্রসেন
 রাজ কুমারে২ের কর । এই সব দন্যদল হইবে নিশঙ্ক ॥
 নিশঙ্কে থাকি এই বৃক্ষের উপরে । দন্যগণ প্রত্যেক
 কদাচ না করে ॥ এত বলি দুইজনে নিশঙ্ক হইয়া
 বৃক্ষোপরে ভিত হয়ে রহে লুকাইয়া । দৈব নির্বন্ধন
 যাহা কে ধণ্ডাতে পারে । কালে পূর্ণ হয় বিধি লিপি
 অনুসারে ॥ যেই শাখা ধরি ছিল রাজার নন্দন ।
 সেই শাখা ভাঙ হৈয়া পড়িল তখন । একত্রে বসিয়া

কথা ছিল দম্মাগণ । শাখা সহ কুমার তথা চইল পা-
 চন ॥ অকস্মাৎ শাখা ভগ্ন দেখি ভূতলেতে ৷ হ্রস্ব
 হয়ে নিকটেতে আইল দকলেতে ॥ ভগ্ন শাখা নক-
 লেতে করি নিরীক্ষণ । কুমারেণে দেখিতে পারিণ
 মতেকন ॥ চমৎকার হৈল দেখি রূপের লাবণ্য ।
 পরস্পর কহে সবে এ নহে সামান্য ॥ হেন অপকৃপা
 হস কছু দেখি নাই । চল ভাই সঙ্গে করে, এরে লয়ে
 যাই ॥ বহু ধন পাব এরে করিলে বিক্রয় । অন্যথা
 নাহিক ইথে জানিহ নিশ্চয় ॥ এত বলি রাজপুত্রে
 করিয়া বন্ধন । সঙ্গে করি লয়ে সবে করিল গমন ॥
 চতু বন্ধনেতে মনে ব্যথিত হইলা । রাজার নন্দন
 তমে কান্দিতে লাগিলা ॥ অনাথের নাথ জগত কর্তা
 জগবন্ধু ১, কাতর কিঙ্করে রূপা কর রূপাসিদ্ধ ২ তথা
 মঙ্গলরূপে নাহি থাকে যম ভয় । তবে কেন দম্মা হস্তে
 জের প্রাণ যায় ॥ দৈব নির্ভঙ্কন যাহা কে খণ্ডিতে
 পারে । আপনি ভোগিব আশা কর্মঅনুসারে ॥ যম
 পিতৃ শাসনেতে এই দম্মাগণ । অরণ্যে থাকিয়া সবে
 চৌচাষ জীবন ॥ সেই সব দম্মাগণ মোর প্রাণ বধে ।
 চাঁচাও করণাময় কিঙ্করে বিপদে ॥ পুরাণে শুনেছি

তব মহিমা অপার । প্রহ্লাদে বিপদে হরি করিলে
 নিস্তার ॥ অনন্ত ভাণ্ড ভাণ্ডের নারায়ণ । বিপদে
 রাখিল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন ॥ দ্রৌপদীর বস্ত্র ছরি
 দর ছুশাসন । কাতরে তোমারে হরি করিল শ্রবণ ॥
 বস্ত্রকপা হয়ে তার লজ্জা নিবারণ । ~~কিন্তু~~
 কাপে পাণ্ডবেরে বাঁচাইল ॥ ভকত বৎসন হরি
 তুমি ভগবান । কাতর কিঙ্করে প্রভু কর পরিজ্ঞান ॥
 কি দানে দোষিত আমি আছি তব পায় । কৃপাসিন্ধু
 কৃপা করি বাঁচাও আমার ॥ তব বন্ধ মোচন হয় ও
 ন্যায় শ্রবণে । তবে কেন থাকি এই সামান্য ~~বিশ্বনাথ~~
 নানামতে রাজপুত্র করেন কন্দন । বাহি লয়ে দম্ভা-
 গণ করিল গমন ॥ দিগ দিগন্তর হাটাইয়া নামা
 দেশ । নিবিড় অরণ্য মধ্যে করিল প্রবেশ ॥ পাহাড়
 গন্ধরে সবে করিল গমন । অন্ধকার দেখি-কুদিক-
 ল্পয়ে সঘন ॥ পথ ~~আছি~~ দৃষ্টি হয় ঘোর তমোময় ।
 মন্ডে চলি গেলে রাজার তনয় ॥ প্রজ্বলিত শিখা
 এক ছেঁচিয়া নরনে । উল্লসিত অশ্রুধারা বহে
 ছনমনে ॥ ক্রমে ক্রমে গমন করিয়া সকলোতে ।
 প্রবেশ করিল এক বাটির মধ্যেতে ॥ চক্রে শূন্য গম
 তেজ রত্ন নানা জাতি । নানাবর্ণে উজ্জ্বলিত হয় তার

তি ॥ শেল গুল অদি চক্ষু মুগ্ধ হুগ্ধ ॥ ধনু হুগ্ধে
 ॥ ক্রান্তি সহ নানা শর ॥ সেই স্থানে বাজপুঞ্জ
 ॥ স্থান করিল ॥ বহুশয় স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল ॥

পার ॥ বৃক্ষহেতে চিত্রসেন একপ দেখিয়া ॥
 ॥ যায়ে লইয়া গেল বন্ধন করিয়া ॥ ভুতনে নাহিল
 ॥ দতি হয়ে দ্বিরমান ॥ অন্তঃস্থলে স্তব্ধ করিল
 ॥ স্থান ॥ কমলী মুদিত হৈল বদন কিরণে ॥
 ॥ স্নেহে প্রফুল্ল চিত্ত কমল কাননে ॥ চকরাক চক
 ॥ কী হইল মিলন ॥ প্রেমালোপ রত্নে দৌড়ে আন-
 ॥ দিত মন ॥ অলিপিহে মকরন্দ কমলিনী কোলে ॥
 ॥ হরে দোলে বন্ধ বাজে জলের হিল্লোলে ॥ নানা
 ॥ শঙ্কিত শুনিয়া নধুস্বর ॥ নিশি অবসান বিচী-
 ॥ জ্ঞা শুভাকর ॥ বৃক্ষ হেতে চিত্রসেন আসি ধবাপুর ॥
 ॥ বিনয় করেন বন দেখি ভয়ঙ্কর ॥ বিবেচনা করিলেন
 ॥ আপনার মনে ॥ এসব বৃত্তান্ত যদি জানাই রাজনে ॥
 ॥ দুপাতি শুনিলে এই সব বিবরণ ॥ পুত্রশোকে নর-
 ॥ দিত তাজিবে জীবন ॥ ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র প্রবে-
 ॥ শিয়া বস ॥ দশরথ রাজা শোকে তাজিলা জীবন ॥
 ॥ কথি নাহি এসময় জানায়ে রাজারে ॥ অশ্বেষণ

কবি আশু সাধা অহমারে ॥ মলিন বদন জাতি
 বিরধ তমরে ॥ প্রবেশ করিলা ঘোর অরণ্য ভিতরে ॥
 কোথা রাজপুত্র বলি করেন ক্রন্দন ॥ আমারে ত্যজি-
 য়া কোথা করিলে গমন ॥ একদে এসেছি
 নৌহে সুগারিতবে ॥ হারাইলাম তোমারে অরণ্য
 ভিতরে ॥ প্রমাণ গণিতে তিল অর্দ্ধ আদর্শনে ॥
 একান্ত বেহু মোরে ত্যজিয়া কেমনে ॥ কেমনে
 হারি এগ তোমার বিহনে ॥ ত্যজিঃ এপ্রাণ এই
 গহন কাননে ॥ বদ্যপি তোমার নাহি পাই অশ্বেষণ ॥
 নিতান্ত ত্যজিব আমি জীবনে জীবন ॥ কিম্বা উচ্চ
 গিরি হৈতে হইয়া পতন ॥ আঅঘাতি হব আমি
 তোমার কারণ ॥ এতবলি ঘোরবনে করিলা প্রবেশ
 চিত্রসেন রাজপুত্রে করিতে উদ্দেশ ॥ দিবসেতে
 অরণ্যে গহনকানন ॥ পত্রে পত্রে আচ্ছাদিত
 অরুণ কিরণ ॥ সতত কর্পিত তনু মলিন বদন ॥
 কোথা রাজপুত্র বলি করেন রোদন ॥ এইকোপ
 চিত্রসেন কানন ভিতরে ॥ ছনয়নে বারিধারা কান্দে
 উচ্চৈঃস্বরে ॥ অন্নাতাবে কলমূল করেন ভোজন ॥
 বন্যভাবে কুকমূলে করেন শয়ন ॥ বনমধ্যে ইতস্তত
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে ॥ কতদূরে গিরি এক পাইলা দে-

ধতে ॥ সেই গিরি শৃঙ্গোপরি কৈলা আরোহণ ॥
 তুর্দিক লোকালয় হবে দরশন ॥ এতবলি শৈল
 গহ্বর উঠিলেন গিয়া । দেখিতে লাগিল চতুর্দিক
 মিরক্ষিয়া ॥ কতদূরে অগ্নি শিখা দেখি প্রজ্জ্বলিত ।
 চিত্রসেন ভয়ে-মনে হইল ভাবিত ॥ সত্য কিম্বা
 ভ্রম হৈল করিয়া মনন । সেইদিগে পুনঃ পুনঃ করে
 নিরীক্ষণ ॥ মিথ্যানতে সত্য মনে প্রতীত হইল ।
 গিরিহেতে চিত্রসেন ভুতলে নামিল ॥ দিকনিরূপণ
 করি সেইদিগে যান । ভ্রমিতে ভ্রমিতে অশ্বেষণ
 বাহিপান । বৃক্ষমূলে বসিলেন আশ্রয় ক্লান্ত হয়ে ।
 ক্ষুধায় আকুল ব্যাকুলিত চিন্তহয়ে ॥ কল অশ্বেষণে
 প্রবেশিল কাননেতে । যোগী এক দেখিলেন বৃক্ষে-
 মূলেতে ॥ ধ্যানমত্ত হইয়া যোগী আছে যোগাননে
 পুলকে পূর্ণিত হৈলা যোগী দরশনে ॥ গলবস্ত্র
 ধরে পদতলেতে পড়িল । মৃদুস্বরে বোড়করে
 কহিতে লাগিল ॥ স্তবেভুষ্ট যোগীবর হইয়া ত-
 নি । ধ্যানভঙ্গ হয়ে কৈল চক্ষু উন্মিলন ॥ চিত্রসেন
 গল বস্ত্র দেখিতে পাইয়া । কৃপা করি কহিলেন বৎ-
 চনমোক্ষিয়া ॥ কিকারণে একাকী আইলে ঘোর-
 নি । বিস্তারিয়া কহ শুনি সব বিবরণ ॥ আদ্য শ্রুত

বিবরণ সম্মানিত বসি। দাড়াইয়া কহিলেন হরে
 কৃতাঞ্জলিন। তুমিরা সম্মানী কহিছেন মৃদু স্বরে।
 এমন দুর্বুদ্ধি কেন ঘটিল তোমারে। অগ্নিশিখান্যায়
 বাহা দেখিছ মননে। ভাবদীপ নামে খ্যাত বিখ্যাত
 কুবনে ॥ আশ্চর্য দেখিয়া তবে যায় কেঁচিবারো
 দুর্গম দুর্গের জন্য যাইতে না পারে ॥ লিংহ ব্যক্ত
 নানা জাতি আছে পথ মধ্য। তে কারণে যাইতে
 নাহিক কার সাধ্য ॥ বহুকাল আছি আমি এই
 কাননেতে। অনেকেরে এই পথে দেখিছি যাইতে ॥
 আশ্চর্য দেখিয়া যায় করিতে দর্শন। কখন না দেখি
 কার পুয়োগমন ॥ স্বদেশে কিরিয়া যাও লইয়া
 জীবন। প্রাণ হারাইবে মিছা কর্মে কি কারণ ॥
 অতএব তোমারে আমি করিছে বারণ। কড়াচ এ
 পথে তুমি করোনা গমন ॥ যোগীবর বাক্যে চিত্তসেন
 সেনাপতি। করষোড় কহিলেন করিয়া মিনতি ॥
 সময়ে সরিবে সন্তে অগন্ত সংসারে। অবিনষ্ট কিবা
 বল আছে আশীর্ষকে ॥ পরমায়ু সন্তে কার সাধ্য
 হিংসকিরে। কাল পূর্ণ হইলেনর অনুরাগে মরে ॥
 একান্ত বসিয়া মেরি যাইতে এইপথে। নিষেধ মা
 করিবে আমারে কোনমতে ॥ কোনকপোনা কিরিল

দখি যোগীন্দর : কহিতে লাগিল। হয়ে দুঃখিত
 প্তর ॥ শুনবাশু কহি তাম্রদীপ বিবরণ । দেখিতছ
 প্রজ্জ্বলিত যেন হুতাষণ ॥ তাম্রদীপ নামে থাকে
 ন পূর্বনির্মিত । তপনের তাপেনিতা হয় প্রজ্জ্বলিত :
 ক্রিয় নাহিক তপা স্রীলোকের রাজ্য । বুকের সমান
 তে অতুল ঐশ্বর্য ॥ পশ্চিমধ্যে মদীএক আছে
 চরিত । পারহওয়া সেই মদী বড়ই দুঃখর ॥ মনু-
 বোর সমাগম নাহিক সেখানে । তরণী বিহনে পার
 হইবে কেমনে ॥ উদ্যোগীরা যোগেতে শ্রমি এতেক
 বচন । প্রেমিয়া পদতলে করিয়া গমন ॥ উদ্যোগী
 নাহলে কোন কর্মনাহিহয় । উদ্যোগী পুরুষনা
 বুঝগণে কয় ॥ অবশ্য যাইব আমি কভুনহে আন ।
 এতবলি উঠিল অরিয়া ভগবান ॥ ত্রীনাথে করুণা-
 নরী করুণা করিলা । ভবান্বে পার কর পদ তরি
 দিয়া ॥

—অন্তঃ—

চিত্রসেনের তাম্রদীপ গমন ।

দীর্ঘ-ত্রিপদী । চিত্রসেন যেনাপতি, দুঃখিত
 অন্তর অতি, পদভজে করিছে গমন । ধীরে ধীরে

চলি যান, হয়ে অতি বিরমান, বিষাদিত মলিন-
 বদন ॥ ভবকর বন দেখি, ছল ছল করে আঁখি,
 অশ্রুধারা বহে ছনননে । গগনে উদয় ভানু,
 তাপেতে তাপিত কান, অচেতন হন কণে কণে ॥
 ইন্দ্রে কার অরণ, প্রবেশি গহনবন, ভয়ে ভীত
 কল্পিত হৃদয় । ভূমিক হয়ে অন্তবে, কান্দিছেন
 উজ্জ্বলে, রক্ষা কর হরি নয়ামরমা ভক্তাবান
 রূপাসিন্ধু, দীনহীন জনবন্ধু, দয়াময় শুনেছি
 পুরাণে । গতিহীন নিরাশ্রয়, দেখি প্রভু পদাশ্রয়,
 বিপাকে কানন মনি প্রাণে ॥ তন্নাম অরণ করি,
 ভবসিন্ধু যায় তরি, আপনি কাণ্ডারি হও তার ।
 এদিনে করুণা করি, পদাশ্রয় দিয়া হরি, এঘোর
 বিপদে কর পার ॥ তপনতনয় ভয়, নামগুণে নাহি
 রয়, মহাপাপী বৈকুণ্ঠেতে যার । এদিনে তোমা
 বিনে, গতি নাহি দীনহীনে, রূপা করি রাখ নিজ
 পাশ ॥ উত্তাপে তাপিত কান, ব্যাকুলিত পিপা-
 সায়, জল অন্বেষণেতে চলিল । অতি রম্য সরো-
 বর, দেখি অতি মনোহর, চিত্রসেন তথা উত্তরিল ।
 করি সেই জলপান, চৌদিকে কিরীমা চান, স্বাস্থ্যদি
 করিয়া সেই নীরে । পূজকে পুর্ণিত মন, করিছেন

নিরীক্ষণ, বসি সেই সরোবরতীরে ॥ হসে অতি
 হর্ষমতি, চিত্রসেন সেনাপতি, ঘোর শব্দ শুনিতে
 পাইয়া । কিসের এ কলরব, করিছেন অনুভব,
 সরোবর তীরেতে বসিয়া ॥ শ্রীহরি স্মরণ করি,
 উঠিলেন স্থলা করি, চলিলেন শব্দ অন্তসারে ।
 ক্রমেতে করি গমন, ধীরমতি বিচক্ষণ, উত্তরিল
 গিয়া নদী-তীরে ॥ দেখি নদী তরঙ্গর, বিধাদিত
 গুণাকর, বসিলেন নদীকূলে গিয়া । শুনিয়া স্রোতের
 শব্দ, মনেতে হইয়া স্তব্ধ, চিত্রসেন উঠে শিহ-
 রিয়া ॥ বিশেষে আমি একাকী, তরণী নাহিক
 দেখি, কিরূপে হইব ইথে পার । বিষয় হয়ে অন্তরে
 বসি সেই নদী-তীরে, মনে মনে করেন বিচার ॥
 এঘোর ভবমাগরে, পদতরী দিয়া মোরে, কাতর-
 কিস্করে কল্প পার । তোমার কল্পণা বিনে, নিরু-
 পায় দীনহীনে, কর হুর্গে শ্রীনাথে নিস্তার ॥

পন্নার । প্রভাতে কুমারে লগ্নে যত দক্ষাগণ ।
 বাহিরে আনিল মুক্ত করিয়া বন্ধন ॥ অশেষ প্রকারে
 শাস্তি দিয়া কুমারে । বন মধ্যে প্রবেশিল প্রাণ
 নাশিবারে ॥ কালকেতু নামে এক দক্ষার প্রধান ।

কঁরে আসি করি গেলা নাশিবাবু প্রাণ ॥ আর অসি
 দক্ষাগণ তাহার সহিতে । অকুপারি হয়ে গেল কুমারে
 নাশিতে ॥ দক্ষাপতি তীক্ষ্ণ অসি করি উত্তোলন
 কুমারেণে নাশিবাবু করিল মনন ॥ অকস্মাৎ সেই
 অসি ঈশ্বর ইচ্ছায় । খনিয়া পড়িল দক্ষাপতি
 মাথায় ॥ আশিধাতে কালকোতু গেল সমালয়
 দেখি সব দক্ষাগণ মনে পায় ভয় ॥ অত্যাচার
 সতে আশ্চর্য্য দর্শনে । কুমারেণে প্রতি
 বচনে ॥ কাহার তনয় তুমি কোথা তব বাস । সব
 করি কহ শুনি কিবা তব নাম ॥ ভয়ে ভীত রায়
 পুত্র এইয়া তখন । বিনয় পূর্ব্বক কহে মধুর বচন
 চন্দ্রবীণ নামে এক বিখ্যাত নগর । ইন্দ্রসে
 নাম রাজা তাহার ঈশ্বর ॥ কাহার তনয় আমি শু
 দক্ষাগণ । সেনাপতি সহ আসি যুগযা কাহার
 রাজপুত্র বধন দিলেন পরিচয় । শুনি দক্ষাগণ
 ভয়ে কম্পিত হৃদয় ॥ গর্জিতবচনে কহে রাজা
 মন্দনে । এখন তোমারে সতে বধিব পরাণে
 লক্ষ যুদ্ধ যদি পার করিতে অর্পণ । এখন করি
 বিব বন্ধন মোচন ॥ শুনি রাজপুত্র বন দক্ষাগ
 প্রতি । ভয়ে ভীতচিত্ত হয়ে করেন মিনতি ॥ অকু

আছেয়ে এক সঙ্কেতে আমার । তুই লক্ষ যুগ্মা মূল্য
 হইবেক তার ॥ নাথিক অঙ্গুরি ভাই করিয়া গ্রহণ ॥
 রূপা করি কর মোর বন্ধন মোচন ॥ এত শুনি
 দম্মাগণ অঙ্গুরি লইল । রাজপুত্র প্রতি সভে কহিতে
 লাগিল ॥ শপথ করহ যদি ধর্ম্মসাক্ষি করি । ছাড়িয়া
 দিব তোমারে লইয়া অঙ্গুরি ॥ তোমার এ রাজ্য
 তুমি রাজার নন্দন । সত্য করি কহ সাহি করিবে
 শপথ ॥ ~~শপথ~~ স্থান আমাদের করোনা প্রকাশ ।
 রাজপুত্র বলি মনে হইতেছে ত্রাস ॥ শপথ করিয়া
 কহে রাজার তনয় । ধর্ম্মসাক্ষি থাক সভে হইয়া
 নির্ভয় ॥ এত শুনি দম্মাগণ রাজার কুমারে । লয়ে
 গেল সঙ্কে করি নিজ অন্তপ্পুরে ॥ মহিষীর হস্তেতে
 করিয়া সমর্পণ । আন্য অন্ত কহিল সকল বিব
 রণ ~~কি~~ ~~বাৎসল্য~~ ভাবেতে লয়ে করাও ভোজন । না
 চেন ইহারে ইনি রাজার নন্দন ॥ দম্মাধ্যক্ষ রমণী
 পাইয়া পরিচয় । রূপের লাবণ্য দেখি হইল বিস্ময় ॥
 আনন্দ অন্তরে লয়ে রাজার কুমারে । ভোজন
 করায় বসি অতি সমাদরে ॥ অপূর্ব শয্যার পারে
 করায় শয়ন । আপনি বসিয়া করে চামর বাজন ॥
 দম্মাধ্যক্ষে জিজ্ঞাসিল রাজার কুমার । কোথা ধাম

কিবা নাম বলই তোমার ॥ জিজ্ঞাসা করিবা মাও
রাজার তনয় । দক্ষাধ্যক্ষ আরও করিল পরিচয় ।
কীনাথে করুনামসী করুণা করি ॥ ভবান্নবে পারি
কর পদকরি দিয়া ॥



দক্ষপতির পরিচয় ।

পনার । সুবাহু নামেতে রাজা কর্ণাট ঈশ্বর ।
প্রজার পালনে রামচন্দ্রের সোশর ॥ অধিকারে
বাহি ছিল অকাল বরুণ । রাজপুণ্যে মহামুখি
ছিল প্রজাগণ ॥ মহাধনি দেবানন্দ বণিক নামেতে ।
বলতি করিত সেই কর্ণাট রাজ্যেতে ॥ কুবের সমান
ধনে ধর্মপরাধন । বিশ্বকেতু শ্বেতকেতু তাঁহার
নন্দন ॥ বিশ্বকেতু নাম তাঁর তিনি মম জ্যেষ্ঠ ।
শ্বেতকেতু মোর নাম তাহার কনিষ্ঠ ॥ বিশ্বকেতু
বয়ঃপ্রাপ্ত হইল যখন । অকস্মাৎ পিতাকৈলা স্বর্ণ
আরোহণ ॥ তাঁর হস্তগতো বস হৈল পিতৃধন ।
কতিপয় শিশু আমি ছিলাম তখন ॥ বানিয়া ক-

ব্রহ্ম তিনি দেশ দেশান্তরে পায় নাহি উঠিলেন কিছু
 নিম্ন পায় না অশ্রুদি বিবিধ পত্ন করিতে বিজয় ।
 নিত। যাইবন তিনি রাজার পাশে ॥ সুমতী শ্রী
 ঈশ্বরপতিব তুই নারী । নিকটস্থ কণা বসি যিনি
 লোনাগিরি । শ্রীমতীর বসন্তভা হিন এক
 পদম। কণা কণা কণা যাই বন ॥ সকল শাস্ত্রে
 বিদিত মন সুকণা ॥ অনন্ত সাধিনী কণা কণা
 বসন ॥ কণা কণা ॥ পতিব সাধিনী কণা ॥ নিকটে
 পতিব কণা কণা কণা ॥ তাপ্তক কণা কণা
 হিন মনেতে ॥ বিবাহের কণা কণা হইল কণা
 কণেতে ॥ কণা পবিত্র কণা কণা মনন ॥ দেশে
 দেশে দূতগণ করিল। গমন ॥ নিতা যাইত বিশ্ব-
 কেতুনাজার ভবনে ॥ প্রথম হইল রাজ নন্দিনীর
 বনে ॥ বিশ্বকেতু কপালান দেখিয়া সুমতী ॥ অনন্ত
 বাণেতে বিজ্ঞা হইল বুদতী ॥ পাঠাইল। বৈদিনীকে
 দীপ্তিত করিয়া ॥ বিশ্বকেতুর কি ভাব জানহ হলে
 গিয়া ॥ কোনমতে বিশ্বকেতু সম্মত না হইল ॥ সুম-
 তীর নিকটেতে পুনঃ চলি গেল ॥ শুনিয়া সুমতী
 মনে বিচার করিল ॥ অন্য কারো প্রেমে বদ্ধ নিশ্চিত

হইল ॥ মনে মনে শশীমুখী বিস্ময় হইল। কি লা
 গিয়া বিশ্বকেতু বৈমুখ হইল ॥ অবশ্য সঁপেছে প্রাণ
 কোন কামিনীরে । তে কারণে মোর প্রতি নাহি চা
 লিলে । বিশ্বকেতু বিনা রাজ্যী হইয়া চঞ্চলা । অ
 রেতে নিরন্তর দহিতে লাগিল ॥ বিচ্ছেদে বিদি
 তনু শীর্ণ কলেবর । কামানলে দহি চিত্র ব্যাকুল অন্ত
 বিশ্বকেতু রূপ দেখে শয়নে স্থপনে । আশ্চর্য্য অব
 শেষ কিণ দিনে দিনে ॥ অধৈর্য্য হইল। প্রাণে ধৈর্য
 নাহি নানে । ভ্রমণ করিতে রাণী গেলা পুষ্পা
 দ্যানে ॥ বিরহে ব্যাকুল। অতি হইয়া চঞ্চলা । বিশ্ব
 কেতু বিরহেতে কান্দিতে লাগিল ॥ হত ভাগা মম
 সম নাহিক জগতে । দহি হইতেছে প্রাণ বিরহা
 নলেতে ॥ অলি পিয়ে মকরন্দ কমলিনী কোলে
 নধুপানে মত্ত হয়ে আনন্দেতে দোলে ॥ রাজার ন
 দিনী আমি রাজার গৃহিণী । বিরহানলেতে দহি দি
 বস রজনী ॥

পর্যায় । - নানামতে রাজরাণী বিলাপ করিয়া
 বসিলেন ধরাভূলে মূরমান হৈয়া ॥ হেন কালে কে
 কিল করিল কুহুধ্বনি । গর্জিত বচনে তারে কহিছে

ধনী ॥ স্তানান্তরে প্রস্থান করহ পিকনর । তীর দম
 কাণে বিক্ষে তোমার ও স্বর ॥ এইরূপে তিরস্কর
 করি কোকিলেরে । উড়রিল গিয়া পুষ্পোদ্যানের
 ভিতরে ॥ নানাজাতি মল্লিকা মালতী জাতি জুতি ।
 কুম্ভ সেফালিকা জবা গোলাপ সে ওতি ॥ প্রফুল-
 টিত হইয়াছে নানাজাতি ফুল । দেখিয়া চঞ্চলা রাণী
 হইলা ব্যাকুল ॥ নানাজাতি কুমুমে দেখিয়া প্রফুল-
 টিতা । কহিতে লাগিল ক্রোধে রাজার বনিতা ॥
 বিরহিনী দেখ মোরে প্রফুল হইয়া । ব্যস্ত করি-
 তেছ মোবে একাকী পাইয়া ॥ বিরহে বিব্রোলা
 হয়ে রাজার গৃহিণী । উন্মাদিনী প্রায় ভ্রমিতেছে
 একাকিনী ॥ বিশ্বকেহু বিরহেতে রাজার মহিলা ।
 মনাক্ষণে দগ্ধ চিত্র কান্দিতে লাগিল ॥ কখন বা
 ভ্রুমিতলে করেন শয়ন । কখন বা চতুর্দিক করেন
 ভ্রমণ ॥ হেনকালে অন্তাচলে গেল দিনমণি । কমল
 মুদিত হৈল হইয়া মলিনী ॥ বিরহে ব্যাকুল চিত্র
 হয়ে রাজরাণী । রোদন করেন পুষ্পোদ্যানে একা-
 কিনী ॥ একেশ্বর বিশ্বকেহু অতি ধীরে ধীরে । যা
 ইতে ছিলেন রাজ নন্দিনী মন্দিরে ॥ গগণে উদয়
 শোল কলা পূর্ণ শশী । চিনিতে পারিলা তারে

রাজার মহিষী ॥ পশ্চাতে পশ্চাতে রাণী করি
 গমন । কোথা যাব বিশ্বকেতু করি নিরীক্ষণ ॥ নন্দি
 নী মন্দিরে যখন করিল গমন । ক্রোধে কম্পান্বিত
 তনু লোহিত লোচন ॥ রাগান্বিতা হয়ে যান অ
 ক্রতগতি । অন্তপুর মধ্যে যথা বসি নরপতি
 বেগবতী নরপতি রাণীকে দেখিয়া । শীঘ্রগতি উঠি
 লেন অতি ব্যস্ত শৈশৱ ॥ জিজ্ঞাসা করিলা রাণী
 কহ বিবরণ ॥ এত রাগান্বিতা প্রিয়া কিসের কারণ
 রাণী কহে মহারাজ কি কহিব আর । দেখে
 মরনে নন্দিনীর ব্যবহার ॥ এত বলি নৃপতি
 হস্তেতে ধরিয়া । নন্দিনী মন্দিরে গেল রাজার
 লইয়া ॥ দেখি ক্রোধে মহিপাল যেন ছতাসন
 কোতায়াল বলি ডাক পাড়ে ঘনে ঘন ॥ ত্রা
 হয়ে কোতায়াল আসিয়া তখন । করযোড়ে প্র
 মিল রাজার চরণ ॥ ইচ্ছিতে বলিল রাজা কোতে
 যাল প্রতি । বিশ্বকেতু বন্ধন করহ শীঘ্রগতি ॥ র
 জার আদেশে কোতায়াল ততক্ষণ । অমনি তাহাট
 গিয়া করিল বন্ধন ॥ শুমতী দেখিয়া বিশ্বকেতুর ব
 দ্বন্দ্বন । ভূপতির প্রতি কহে বিনয় বচন ॥ নিবেদ
 করি এক শুনহ রাজন । কি হবে বধিলে এই বণি

মন্দন ॥ অলঙ্কার করিলে দূর কলঙ্ক হইয়াছে নাহি লজ্জাটিকে ॥ মধ্যে পদ্যে কলঙ্ক
 অন্য নাহি আর ॥ এতদ্বারা বাঁচিলে অলঙ্কার ॥
 হার ॥ পরশু হইবে কন্যা কিনা দেব কন্যা ॥
 বুঝে দেখে দেখে তোমার আমায় ॥
 বড় হয়েছে নন্দিনী ॥ বিবাহ নিষেধ ॥
 বাণী ॥ কি কান হইবে বধ করিলে ॥
 হইবে লজ্জা ॥ কলঙ্ক সন্দেহে ॥
 স্থির কর মন ॥ আপনি ভূপতি অতি শিষ্ট ॥
 পরম সুন্দর এই রূপ মনোহর ॥ যেমন সুবর্ণ কন্যা
 কন্যা যোগ্য বর ॥ এমন সুপাত্র মাত্র চাহি করিয়াছে
 নতুবা কন্যার যোগ্য বর মিলিয়াছে ॥ সত্য ত্রেতা
 দ্বাপর কলি যুগ যুগান্তরে ॥ এ রূপ হয়েছে কত
 ভূপতির ঘরে ॥ উদ্যবতী কন্যা বাণ রাজার নন্দিনী
 সৌদামিনী জিনি রূপ অনন্ত মোহিনী ॥ শ্রীকৃষ্ণ
 পৌত্র কামদেবের তনয় ॥ অনিরুদ্ধ উদ্যবতী কন্যা
 হরি লয় ॥ ভারতে বিদিত আছে বাসো ॥
 এইরূপে হয়েছিল সুভদ্রা হরণ ॥ রাণীর বচনে রাজা
 মনে নিচারিল ॥ নিঃশব্দ হইয়া ধরাসনেতে বসিল ॥
 বিচার করিয়া রাজা আপনার মনে ॥ কি হবে বধি-

লে এই বণিক নন্দনে ॥ কোতোয়াল প্রতি আজ্ঞা
 করিল রাজন । করি দেহ বিদ্রোহে বন্ধন মোচন ॥
 রাজার আদেশে কোতোয়াল অরাকরি । তখন দি-
 লেক তার বন্ধ মুক্তি কবি ॥ সঙ্গে করিল গমন
 চলিল আপনি । আপন নন্দিরে উপনীত সহ রাণী
 বাণীরে চাহিয়া কহিছেন নরপতি । কি কর্তব্য
 এক্ষণে করহ বুকতী ॥ শুনিয়া রাজার বাকা কহি-
 ছেন রাণী । কন্যা পরিণয় দেহ শুন নৃপমণি ॥ গো-
 পনে ইহারে কন্যা করেছে বরণ । ইহার এ পতি
 সহ্য শুনহ রাজন ॥ গুরু পুরোহিতে আন করি
 আনয়ন । নিমন্ত্রণ করি আন যতেক ব্রাহ্মণ ॥ মহি-
 বীর নাকো রাজা সম্মত হইয়া । তখন আনিলা
 মন্ত্রীবরে ডাকাইয়া ॥ রাজার পাইয়া আজ্ঞা মন্ত্রি
 বিচক্ষণ । বাস্তব হয়ে রাজবাটী করিল গমন ॥ গলবস্ত্র
 হয়ে প্রণমিল ভূপতিরে । নিজ পার্শ্বে নরপতি ব-
 সান মন্ত্রিরে ॥ কন্যার বিবাহ অন্য দিন শুভক্ষণ ।
 নীহ্রগতি তাহার করহ আয়োজন ॥ রাজার আদেশ
 পাইয়া মন্ত্রি বিচক্ষণ । পুরোহিতে তখন করিল
 আনয়ন ॥ সংবাদ পাইবা মাত্র রাজ পুরোহিত ।
 রাজার সন্মত গিয়া হৈলা উপনীত ॥ নিংহাসন

রাজি রাজা করি গজোথান । বসাইলেন সমাদরে
 রিঙ্গা লক্ষ্মান ॥ সপ্তাহেতে প্রণাম করিয়া মনপতি ।
 হিহেম করছোঁতে করিয়া মিনতি ॥ অন্য মম ক-
 ঠার হইবে পরিণয় । অনুমতি আপনি করুন মহা-
 য ॥ এত শুনি পুরোহিত রাজার বচন । স্থির করি-
 গন শুভ লগ্ন শুভক্ষণ ॥ লগ্ন অনুসারে দিল কন্যার
 দ্বাহ । শুভ লগ্নে শুভক্ষণে করিলা নিকাহ ॥ কো-
 কে যৌতুক দিল যতেক রমণী । আনন্দে পুণিক
 ন হৈল রাজরাণী ॥ দম্পতিকে আশীর্বাদ করি
 কলেতে । শুভকল ধ্বনি করে রাজ ভবনেতে ॥
 তা করে নৃত্যকী বিবিধ অঙ্গ ভঙ্গে । মৃদঙ্গাদি
 নি বজ্র বাজাইয়া রঙ্গে ॥ গায়কে করিছে গান সু-
 পুর ভাঙ্গন হররাগ ॥ ত্রিশ রাগিণী আলাপনে ॥
 গাহ এ রূপ হৈল রাজার ভবনে । পুরবাসীগণে
 তি হরহর মনে ॥ এইরূপে বিশ্বকেশু আনন্দ ম-
 নতে । কিছুকাল রহিলেন রাজ ভবনেতে ॥ ধর্মিক
 নিগুণ রাজা তাকি আমাতারে । সমাধায়ে কৈল
 রাজা পতি সমাদরে ॥ অভিষেক কৈল রাজা নি-
 রোহিত ॥ বিশ্বকেশু হৈল রাজা কণাট রাজ্যে
 ল পুত্র হৈল রাজা কিছু দিন পর । চল গেল

স্বর্গ পুরে তাজি কলেনবর ॥ অতুল ঐশ্বর্য রাজ্যে
 হয়ে অধিশ্বর নিয়নিত রাজকার্য্য করে নিবন্তর
 বিধাতা বৈমুখ মোরে কার দোষ দিব । আপ্ত কণ
 অন্তসারে আপত্তি ভোগিব ॥ এক দিন নরপতি ব
 সিয়া সভায় । চতুর্দিকে বেষ্টিত হইয়া বৃথচয় ॥ কহি
 ছেন মোর প্রতি গর্কিত বচনে । সভায় বসিয়া তুমি
 কিসের কারণে ॥ এ সভার যোগা তুমি নহ কদা-
 চিত । তোমার এখানে বসি অতি অনুচিত ॥ জ্যো-
 ত্তের মুখেতে শুনি গর্কিত বচন । রহিলাম নত্ব হয়ে
 মলিন বদন ॥ পুনঃ পুনঃ তিরস্কার কৈলা বিধিমন্তে
 আজ্ঞা দিলা সভাহেতে বাহির করিতে ॥ সভামধ্যে
 এই কপ অপমান হৈয়া । চিন্তা করিলাম মনে বা-
 হিরে আসিয়া ॥ আত্মমতি হই আর কাম-নাহি
 আছে । নিশ্চিন্ত করিলাম আপনার মনে মনে ।
 শ্রীচরিত্র শ্রবণ করি করিলাম গমন : অশ্রুপূর্ণ ছন-
 য়নে মলিন বদন । সমস্ত দিবস গেল আইল রজনী
 ভয়ে ভীত চিত্ত হয়ে বসিলাম অবনী । অনশন আন
 লেতে দক্ষ কলেনবর । কি করিব কোথা যাব জাবি-
 নিবন্তর । নিরুপায় দেখি স্থির করিয়া মনেতে ।
 উঠিলাম গিয়া এক বৃক্ষ উপরেতে ॥ সিংহ বাহ

না জ্ঞাতি দেখি ভয়ঙ্কর । গজ্জ ন করিয়া বনে
 মে নিরন্তর ॥ কোলাহল ধ্বনি এক টেঁহল আচ-
 রিতে । কম্পাশ্বিত কলেবর রহিলাম রুদ্ধেতে ॥
 পনীত টেঁহল আসি সেই কাননেতে । অশ্রা-
 বাহি অস্ত্রপারী দেখিতে দেখিতে ॥ যেই রক্ষ
 রে আমি ছিলাম বসিয়া । উত্তরিল সকলেতে ত
 াসিয়া ॥ অশ্রু বান্ধি জনে বসি ভুতলেতে ।
 ব্রণা করিছে ধন বিভাগ করিতে ॥ নিশ্চয় মনেতে
 ছর টেঁহল দক্ষাগণ । উহাদের পশ্চাতেতে করিব
 মন ॥ নাশিলাম ব্রণা করি সেই রক্ষ টেঁহতে । চলি
 ম দক্ষাগণ পশ্চাতে ॥ হেনকালে বিভাবরি টেঁহল
 বসান । অস্ত্রাচলে সুধাকর করিল প্রস্থান ॥ প-
 াতে আমারে দেখি যত দক্ষাগণ । কহিতে লাগিল
 বে তজ্জ ন গজ্জ ন ॥ কে তুমি এখানে আইলে কি
 র কারণ ॥ সত্য করি কহশুনি সব বিবরণ ॥ মিথ্যা
 দি কহ তবে প্রাণে বিনাশিব । স্বরূপ বচন বল
 বে ছাড়ি দিব ॥ দক্ষাগণ বাক্যে ক্রুদি কম্পয়ে স-
 ৷ । আদ্য অন্ত কহিলাম সব বিবরণ ॥ কান্দিতে
 ান্দিতে পড়িলার পদতলে । কর যোড়ে কহিলাম
 ব্র দিয়া গলে ॥ বিনয় বাক্যেতে সবে কৃপাবান

হৈবা ! আম'রে চলিল। তবে সঙ্গেতে করিয়া ॥
 দয়াধক্ষ নিজ বাসে মো'রে লয়ে গেল। সুমাদরে
 বসিতে আনন আনি দিল ॥ হতেছিল ক্ষুশানলে
 শরীর ল'হন। খাদ্য ভবা আনি দিল করিতে ভো-
 জন ॥ ভোজন করিয়া বুথে করিয়া শয়ন। নিকটে
 নদিল আনি বত দমুগণ ॥ কহিতে লাগিল। তবে
 ম'নি মো'র পানে ॥ গুণ্ড স্থান আনানের দেখিলে ন
 যনে ॥ সপথ করিয়া কহ নাহি প্রকাশিবে। এখানে
 থাকিবে কিহা কোথায় যাউবে ॥ কহিলাম শুনি
 দমুগণের বচন। স্থানান্তরে কদাচ না কবিব
 গমন। যে আজ্ঞা করবে তাহা তথনি করিব।
 প্রাণ দান করিয়াছ নাহি পারিব ॥ যে অবধি
 রহিয়াছি আনি এই স্থানে। আগু পরিচয়
 দিলাম তোমা বিদ্যমান ॥ এতেক শনিয়া
 দমুগণের বচন। নিঃশব্দে রহিল। তবে রাজার ন
 মদন ॥ তথা হৈতে রাজপুত্র করিল গমন। চিত্রসেন
 জন্য কাতি বিনাদিত মন ॥ প্রবেশ করিল। গিয়া
 গহন কানন। কোথা চিত্রসেন বলি করেন রোদন ॥
 জীনাথে করুণা নয়ি করুণা করিয়া। ভবান্নবে কর
 পা'র পদতরী দিয়া ॥

পরিবার। এখানেতে চিত্রসেন হয়ে অনামন।
 দীতীরে ছাখাস্তরে করেন রোদন ॥ বিমাদিত মন
 তিকুম্বরের তরে। অবিরত অশ্রুধারা ছনয়নে
 রে ॥ অকস্মাৎ তরি এক নিকটে আইল। দেখি
 চিত্রসেন মনে আনন্দিত হৈল ॥ দূরে হৈতে নারি
 করে করি সন্ধান। কাতরে কহেন তারে বিনয়
 চন ॥ কৃপা করি যদি মে'রে করি দেহ পার। কা-
 লে হয়েছি দেগে অকুল পাথাব ॥ কাতর দেখিরা
 হৈ নাবিক তখন। এ ঘোষ অরণ্যে আইলো দি-
 নব কারণ। চিত্রসেন সেনাপতি নাবিক বচনে।
 বস্তাবিয়া কহিলেন সজল নয়নে ॥ রাজপুত্র সহ
 শাইলাম যুগয়া করিতে। যুগ অশ্বেষণে এই ঘোর
 যরণোতে ॥ দিবা অবসান হৈল নিশি ঘোরতর। ভয়
 আইয়া উঠিলাম রক্ষের উপর ॥ অকস্মাৎ সেই স্থানে
 স্মা এক দল। উত্তরিলা আসি তথা করি কোলাহল
 য শাখা ধরিয়াছিল। রাজার নন্দন। সেই শাখা
 লয় হয়ে পড়িল তখন ॥ বান্দি লয়ে গেল তারা
 শঙ্কেতে করিয়া। অশ্বেষণ করি ভ্রমি কুমার নাগিয়া
 বয়া উপজিল চিত্রসেন বিনয়েতে। সমাদর করি
 বসাইল তরণীতে ॥ নাবিক দিলেক শীঘ্র নদী পার

করি। পুলকে পূর্ণিত হৈল দেখিয়া নগরী ॥ জিনাথে
করণামনি করণা করিয়া। ভবান্নবে কর পার পদ-
তরী দিয়া ॥

—*—

চিত্রসেনের ভাবদীপে গমন।

দেখিয়া নগর শোভা, দেবতার মনোলোভা,
আশ্চর্য্য করেন দরশন। জটালিকা মণিগয়, দেখি
মনে ভ্রম হয়, হবে বুঝি অমর ভবন ॥ নানা রত্নে
শুশোভিত, দেখি চিত্র পুলোকিত, মনে মনে হইলা
অস্থির। করিছেন ঘন ঘন, চতুর্দিকে নিরীক্ষণ,
বিচক্ষণ শুদ্ধমতি ধীর ॥ অপকপ পুরী দেখি, অনি-
মিথ হয়ে আঁখি, চতুর্দিক করেন নিরীক্ষণ। জাত-
তিক দেখি স্বপ্ন, স্বপ্নভিন্ন নহে অন্য, চিত্রসেন বিচ-
লিত মন ॥ অতি রম্য মনোহর, দেখি এক সরোবর
দাণ্ডাইয়া রহিলেন তীরে। সদা উল্লাসিত মনে, রাজ
হংস হংসীমনে, কেলি করিতেছে সেই নীরে ॥ চতু-
স্পার্শে পুষ্পোদ্যান, নন্দন বন সমান, নানাজাতি
ফুটিয়াছে ফুল। মধুলোভে মধুকর, করিয়া গুণ
গুণ বর, গুঞ্জরিছে হইয়া ব্যাকুল ॥ নাথি সেই

সরোবরে, উল্লাসিত অন্তরে, করিলেন সেই জন
 পান । মমে অতি কষ্ট হয়ে, উঠিলা উপরে গিরে,
 বসিলেন অতি মৃদুমান ॥ হেনকালে আসি তথা,
 নারীগণ উপস্থিতা, পুষ্পোদ্যানে করিতে বিহার ।
 নবীনা সব কামিনী, জিনিকপ সৌদামিনী, দেখি
 চিত্রসেন চমৎকার ॥ মৃতমুখ ভেঁটি ধরে, আসি
 সরোবর তীরে, পুষ্পোদ্যানে সকলে বসিলা ।
 জিনি কামদেব রতি, মনোরমা কপসতী, কটাক্ষেতে
 জগত মোহিলা ॥ সজ্জিনী রজ্জিণী সঙ্গে, নিবিধ বাক্য
 প্রসঙ্গে, রস রঞ্জে মগন হইয়া । চিত্রসেন যথা বসি,
 সে দিগে এক কপসী, অকস্মাৎ দেখিলা চাহিয়া ॥
 হয়ে হরষিত মন, করিছেন নিরীক্ষণ, প্রকুল্লিত
 হইয়া অন্তরে । যেন উন্মাদিনী প্রায়, ঘন সেই দিগে
 চায়, নিকন্তর বাক্য নাহি স্মরে ॥ সজ্জিনী সব ললনা,
 দেখি তারে অন্যমনা, সকলেতে বিস্ময় হইয়া ।
 কি লাগিয়া অন্যমন, কহ শুনি বিবরণ, সবিশেষ
 বিস্তার করিয়া ॥ সজ্জিনী বচন শুনি, কাতর হইয়া
 ধনী, অঙ্গুলি হেলায়ে দেখাইলা । দেখি কপ
 মনোহর, হৃদে বিদ্যে পঞ্চশর, নারীগণ অস্থির

হইল। চিত্রসেন সম্মুখেতে, উত্তরিয়া সকলেতে,
 সুমধুর মৃদুস্বরে কয়। কে তুমি থাকহ কোথা, কি
 কারণে এলে হেথা, বিশেষিয়া দেহ পরিচয় ॥ নারী-
 গণ বচনেতে, চিত্রসেন কাতরেতে, পরিচয় লাগিল।
 কহিতে। হয়ে তুখান্নিত মন, আদ্যন্ত বিবরণ,
 বিস্তারিয়া সব বিনয়েতে ॥ দয়াময়ী করি দয়া,
 শ্রীনাথেরে পদছায়া, দেহগো মা কল্পণ করিয়া।
 পাড়ে অকুল পাথারে, তোমা'বিনা ডাকি করে,
 পার কর পদতরি দিয়া ॥



চিত্রসেনের হেমলতার সহিত সাক্ষাৎ।

পয়ার। চিত্রসেন বাক্য শুনি যত নারীগণ।
 কহিতে লাগিল। তারে মধুর বচন ॥ কেমনে এঘোর
 নদী পার হয়ে আইলে। মনুষ্য নাহিক তথা তরি
 কোথা পাইলে ॥ নারীগণ বাক্য শুনি বিনয়েতে
 কয়। ঈশ্বর ইচ্ছায় কোন কৰ্ম নাহি হয়। এক্ষণে
 ওতেছে বড় বাসনা মনেতে। তোমাদের বিবরণ
 শ্রবণে শুনিতে ॥ চিত্রসেন বচনেতে যত নারীগণ।
 কহিতে লাগিল। তবে আত্ম বিবরণ ॥ পুরুষ নাহিক

হুখা এই মারী রাজ্য। শুনি চিত্রসেন মনে হইল।
 আশ্চর্য্য ॥ এতবলি নারীগণ সঙ্গে করি লয়া।
 দ্বাপন ভবনে রাখে যতন করিয়া ॥ এইরূপে কিছু
 দিন আনন্দিত মনে। চিত্রসেন রহিলেন কামিনী
 ভবনে ॥ একদিন উচাটন হইয়া মনেতে। কামিনী-
 র বলি নান নগর দেখিতে ॥ মনোহর পুরী সব
 দেখিয়া নয়নে। পুন্সকে পূর্ণিত চিত্র চিত্রসেন মনে ॥
 এইরূপে নগরেতে করেন ভ্রমণ। দেখি নারীগণ
 সব বিশ্বয় বদন ॥ পুরুষ কেমন করি আইল এখানে
 নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসয়ে জনে জনে ॥ এইরূপে
 জনরব হইয়া নগরে। জানাইলা গিয়া হেমলতার
 গাচরে ॥ আশ্চর্য্য শুনিয়া হেমলতা হরষিত। সভায়
 মানিতে আজ্ঞা করিলা স্থপিত ॥ আজ্ঞামাত্র নারীগণ
 রাশিত হৈয়া। চিত্রসেন সম্মুখেতে উত্তরিল।
 ॥ কর যোড় করি সবে লাগিলা কহিতে।
 রাজকন্যা আজ্ঞা তোমা লইয়া যাইতে ॥ চল রাজ
 নিকটে মহাশয়। শীঘ্রগতি যাইতে হবে
 না সর ॥ নারীগণ মুখে শুনি এতেক বচন।
 রে ধীরে চিত্রসেন করিলা গমন ॥ রাজকন্যা নিক
 তে হৈলা উপস্থিত। চিত্রসেন দেখি হৈলা পুলকে

পূর্ণিত ॥ অন্তরে হইয়া বিজ্ঞা মদনের শরে । বাহি-
 রেতে নানামত তিরস্কার করে ॥ কে তুমি কোথায়
 রাজ কাহার নন্দন । এখানে আইলে বল কিসের
 কারণ ॥ পুরুষ নাহিক রাজ্যে দেখ সব মারী । কদাচ
 পুরুষে নাহি স্থান দান করি ॥ এদেশে আইলে বল
 কার উপদেশে । প্রবেশিলা নগরেতে বল কি
 সাহসে ॥ পুরুষের সমাদর নাহিক এদেশে । কি
 কারণে আইলে বল কাহার উদ্দেশে ॥ রোগ শোক
 নাহি হেথা নাহি কোন ক্লেশ । নাহিক চাতুরি মিথ্যা
 নাহি পাপ লেশ ॥ ভৎসনা শুনিয়া রহে হয়ে নত
 শির । ঝর ঝর নয়নেতে বহে অশ্রুনির ॥ বাক্যহলে
 কৌশলেতে হইয়া কৌতুকী । চিত্রসেনে পুনঃবার
 কহে শশিমুখী ॥ সমাদর করি দিলা কসিতে আসন ।
 বিনয়ে কহিছে ধনী মধুর বচন ॥ কি কারণে আইলে
 বল আমার রাজ্যেতে । অতিপ্রাণ ব্যাক্ত কর আমার
 সাক্ষাতে ॥ নদী অতি বেগবতী অকুল পাথার ।
 মল্লয়া নাহিক তথা কিসে টেহলে পার ॥ বিস্তারিয়া
 কহিলেন রাজ নন্দিনীয়ে । শুনি ধনী চমকিতা হইলা
 অন্তরে ॥ কখন পুরুষ নাহি দেখি এ রাজ্যেতে ।
 সংজামাত্র শুনিয়াহি কিবল কর্ণেতে । কৃপা করি

যদি মোরে হইলে সদয় । কিছু দিন অবস্থান কর
 মমালয় । অতুল ঐশ্বর্য রাজ্যে শুখে ভোগ কর ।
 নাট্যের প্রয়োজন নাহি স্থানান্তর ॥ যে আজ্ঞা
 করিলে তাহা তখনি কবির । দাসী হয়ে দিবানিশি
 চরণ সেবির ॥ এসব বিভব নাথ সকলি তোমার ।
 অনাথা নাহিক ইথে বচন আমার ॥ রাজকন্যা
 থাকে চিত্রসেন সেনাপতি । মৃদুস্বরে কহিলেন
 নবুৎ ভারতি ॥ রমণীর শ্রেষ্ঠ কুমি নহত সামান্য ।
 কত পুণ্যফলে হইয়াছ রাজকন্যা ॥ আগারে বরিবে
 তুমি করেছ মনন । পুন হৈল মম পূর্ব জন্মে
 মামন ॥ এতক বচন শ্রবণি শুনিয়া অবগে । যথা
 যোগ্য বাসস্থান দিল চিত্রসেনে ॥ দিবাকর অস্ত
 হেলা আইলা যামিনী । পুলকে পূর্ণিত চিত্র হই
 লেন শ্রবণি ॥ অপূর্ব শয্যায় গিয়া করিল শয়ন ।
 সচ্চরিত্র করে চামর ব্যজন ॥ নিজ স্থানে সূর্য্যকর
 করিল প্রস্থান । নিশি অবসানেতে করিয়া পাত্ৰো-
 থান ॥ নিত্য কৰ্ম্ম সমর্পিয়া সভাতে বসিল । চিত্র-
 সেনে সভাতে আনিতে আদেশিল ॥ আজ্ঞামাত্র
 চিত্রসেন অরাহিত হৈয়া । রাজকন্যা নিকটেতে
 টঙরিয়া গিয়া ॥ উপনীত হৈল হেমলতার সদয় ।

সন্তুমে আসনদিয়া বসাইলা তায় ॥ নানামত কথোপ-
কথন দুই জনে । পুলকিতা হেমলতা রস আলা-
পনে ॥ রাজকন্যা বচনেতে হৈয়া আনন্দিত । কহিতে
লাগিলা চিত্রে অতি হরষিত ॥ শুনহ সুন্দরী এক
আমার মিনতি । সদয় হইলে রূপা করি আমা
শ্রুতি ॥ শুনিতে বাসনা বড় আছে মম মনে । এ
রাজ্যে পুরুষ নাহি কিসের কারণে ॥ চিত্রসেন বচ-
নেতে কৈষৎ হাসিয়া । পূর্বের বৃত্তান্ত কহিছেন বি-
স্তারিয়া ॥ ত্রীনাথে করুণাময়ী করুণা করিয়া । পার
কর ভবান্নবে পদতরি দিয়া ॥



হেমলতা স্ত্রী বাক্যের বিবরণ কহিতেছেন ॥

সালবান নামে এ রাজ্যের অধিস্বর । অতুল ঐ-
শ্বর্য্য ধনে কুবের দোসর ॥ সান্তদাস্ত বুদ্ধিবন্ত ধর্ম্ম
পরায়ণ । পুজসম পালন করিতেন প্রজাগণ ॥
পুজ নাহি ছিল আমি কন্যা মাত্র তাঁর । প্রিয় পাত্র
বড় আমি ছিলাম রাজার ॥ হেমলতা নাম মম রা-
খিলা রাজন । তমিকটে মম স্থিতি ছিল সর্ব্বক্ষণ ॥

এক দিন নরপতি মৃগয়া কারণে ॥ ঘোর বনে প্রবে-
 শিলা মৃগ অশ্বেষণে ॥ সুবর্ণের বর্ণ মৃগ দেখি নর-
 পতি । অন্তরেতে প্রফুল্লিত হইলেন অতি ॥ দ্রুতগতি
 হৈল মৃগ মনুষ্য দেখিয়া । পশ্চাতে চলিলা রাজা
 ধনুঃশর লৈয়া ॥ মৃগ লক্ষ করি শব ছাড়িলা রাজন ।
 আঘাতীত হয়ে প্রবেশিলা ঘোর বন ॥ মৃগ পিছে
 ক্ষণকাল চলিলা রাজন । নিবিড় কাননে মৃগ হয়
 অদর্শন ॥ কিয়দূর পশ্চাত হইয়া দ্রুত গতি । মৃগ
 অশ্বেষণেতে চলিলা নরপতি ॥ অতিবেগে মৃগ প্রবে-
 শিলা ঘোর বন । কোন মতে না হইল মৃগ অশ্বেষণ
 হেনকালে অস্ত্রাচলে গেল দিনকর । উপনীত বিভা-
 বরি অতি ভয়ঙ্কর ॥ রজনী হইল দেখি বিস্ময় রা-
 জন । ক্রমেতে ত্রাসিত চিত্ত মলিন বদন ॥ চিন্তাশ্রিত
 নরপতি দেখিয়া সর্বরী । চিন্তা করিলেন মনে উপার
 কি করি ॥ এত ভাবি বৃক্ষোপরে কৈলা আরোহণ ।
 ভয়ে ভীত চিত্ত অতি কম্পয়ে সঘন ॥ এইরূপে বৃক্ষ
 পরে বসিয়া রাজন । দৈব যোগে আশ্চর্য্য করেন
 দরশন ॥ বায়ুবেগে শূন্য হৈতে অতি দ্রুতগতি ।
 উত্তরিলা আসি তথা পুরুষ প্রকৃতি ॥ অপকৃপ কৃপ
 দেখি মোহিত রাজন । দেবতা নিশ্চয় বোধ হইল

তখন ॥ বায়ুভরে নারে নরে করিতে গমন । দেবতা
 নহিলে সাধা কান্দার এমন ॥ নিঃশব্দে বৃক্ষের পর
 রহিল ভূপতি । উড়রিল তথা আনি পুরুষ প্রকৃতি
 নানামতে স্ত্রী পুরুষে করেন বিহার । পূর্ণানন্দে পূর্ণ
 কিত চিত্ত দোহাকার ॥ এইরূপ বৃক্ষ হইতে দেখি
 নরবর । গলবস্ত্র ভূতনেতে নাশিল সঙ্কর ॥ করযোড়
 হয়ে দাণ্ডাইলা সম্মুখেতে । মৃত্যুঘরে কহিতে লা
 গিল বিনয়েতে ॥ অদ্য মম শুভ্রভাত হইলাম ধনা
 পূর্ব জন্মে করিয়াছিলাম কত পুণ্য ॥ সেই পুণ্য
 বৃক্ষ আছি আমার কলিল । দেবতা দর্শন আমার
 সেতে হইল ॥ অনুঘা দেখিয়া কোণে কহেন বচন
 কে তুমি আইলা হেথা কিসের কারণ ॥ গলবস্ত্রে
 আদোহস্ত সকলি কহিল । শুনিয়া কোষিত মনে
 অভির্শাপ দিল ॥ দেবতা বিহার তুমি নয়নে দেখি
 লে । বার্যাসহ নারী হও পুরুষ সকলে ॥ অভির্শাপ
 শুনি রাজা কান্দিতে লাগিল । তৎক্ষণতে নর
 প্রকৃতি হইলা ॥ স্ত্রী রূপা হইয়া রাজা করেন রো
 দন । ছনয়নে বহে ধারা বিষাদিত মন ॥ কি দো
 মেতে অভির্শাপ দিলেন আমায় । কোন অপরাধ
 আমি কৈন্তু ভব পায় ॥ বিশ্বমাতা বিশ্বকর্ত্তী কি

প্রসবিনী । ঐকিতে সৃজন লব্ধ করহ জননী ॥ জলচর
 ভূচর খেচর আদি যত ! এ তিন ভুবনে মাতা তো-
 মার সৃজিত ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশের তুমি শক্তিদাত্রী
 সকলেরে প্রসবিনী তুমি জগদ্ধাত্রী ॥ সত্য গুণে
 ব্রহ্মা রূপে করিয়া সৃজন । রজ গুণে বিষ্ণু রূপে ক-
 রিত পালন ॥ তমোগুণে মহেশ্বর রূপেতে আপনি ।
 মহার করিবেন মাতা সর্বময়া রূপিনী ॥ বেদেতে না-
 তিক সীমা তোমার মহিমা । আমি দীন হীন দুষ্টি
 কি জানি বর্ণনা ॥ জগত্ সংসার মাতা তোমার উ-
 দরে । তব শক্তি বিনা কার সাধ্য শক্তি ধরে ॥ দয়া
 উপজিলা হয়ে কাতর দেখিয়া । রূপা করি কহিতে
 লাগিলা প্রবোধিয়া ॥ মম বাক্য অন্যথা না হবে
 কোন মতে । পুরুষ হইবে নারী তোমার রাজ্যেতে
 নিশ্চিত বচন আমি কহিছু তোমারে । শাপ মুক্ত
 হবে সব কিছু দিন পরে ॥ রাজপুত্র এক সেনাপতির
 সহিতে । দৌড়ে যবে আসিবেন তোমার রাজ্যেতে ॥
 অন্যথা নাহিক ইথে শুনহ রাজন । আপনার রাজ্যে
 তুমি করহ গমন ॥ অন্তর্ধান হয়ে চলি গেল দুই
 জন । ভূপতি প্রকৃতি হয়ে চলিলা তখন ॥ স্ব রাজ্যে
 দেখিয়া সব স্ত্রী লোক নয়নে । কান্দিতে লাগিলা

রাজা বিবাদিত মন ॥ আমারে ডাকিয়া রাজা বলি,
 বচন । ত্রীলোক হইয়া বুঝা জীবন ধারণ ॥
 গুণবতী তুমি আমার নন্দিনী ; সমাধি তোমাতে
 করিলা রাজধানী ॥ পালন করহ প্রজা নিয়মানুসারে
 এক্ষণে চলিলা আমি কানন ভিতরে ॥ ত্রীকপা হইয়া
 রাজা প্রবেশিলা বনে । সমাধি করিয়া বসিলেন
 যোগাসনে ॥ সে অবধি আমি এই রাজ্যের ভিতরে
 রাজকার্য্য করিতেছি সাধ্য অনুসারে ॥ বুঝিলা
 কাল পূর্ণ হইল এখন । তেজারণে তোমার ভয়ে
 আগমন ॥ কিছু দিন এখানেতে থাক মহাশয়
 বিদায় করিব তোমায় কহিল নিশ্চয় ॥ কিছুকাল
 সুখ ভোগ কর এ রাজ্যেতে । আপনি কুমার হে
 আনিবেন পশ্চাতে ॥ এত বলি বিদায় করিয়া চিত্র
 সেনে । হেমলতা চলি গেলা প্রফুল্লিত মনে ।
 গেল দিবাকর হইল বামিনী । চন্দ্রোদয়ে
 হঠল কুমুদিনী ॥ অন্তঃপুরে রাজকন্যা
 মন । অপূৰ্ণ শয্যা করিয়া করিলা শয়ন ॥ শ্রীনা
 করুণাময়ী করুণা করিয়া । ভবান্নবে পার কর
 তরী দিয়া ॥

চিত্রসেনের বিবাহ

যার। পরদিন হেমলতা উঠিয়া প্রভাতে। স্নানস্নান
করি গিয়া বসিলা সভাতে ॥ উপস্থিতা হৈলা আসি
সহচরীগণ। সৈলিনী আসিয়া করে চামর ব্যঞ্জন ॥
কমলারীগণ নারীগণেরে ডাকিয়া। কহিছেন মৃদু-
ধরে মদন চাহিয়া ॥ শীঘ্রগতি কর সব দ্রব্য আয়ো-
জন। বিবাহেতে যে সকল দ্রব্য প্রয়োজন ॥ রাজ
বন্দ্য আদেশেতে যত নারীগণ। সমস্ত প্রস্তুত হবে
কর ততক্ষণ ॥ আদেশিলা চিত্রসেনে আনিতে সভায়
কাজ্যাত্র সহচরীগণ সব যায় ॥ যথা চিত্রসেন বসি
আনন্দিত হৈয়া। করযোড়ে নারীগণ উত্তরিল গিয়া ॥
স্বপ্ন করিয়া কহিতেছে বিনয়েতে। শীঘ্র মো
মঙ্গলস্বর রাণীর সভাতে ॥ নারীগণ বচনেতে উঠি
শীঘ্রগতি। ধীরে ধীরে চলিলেন মৃদু মন্দ গতি ॥
সভানন্দে চিত্রসেন প্রবেশ করিলা। সমাদরে সিংহা-
সনে বসিবারে দিলা ॥ নারীগণে হেমলতা কৈলা
অনুমতি। চিত্রসেনে অভিষেক কর শীঘ্রগতি ॥
আজ্যাত্র অভিষেক করিলা তখন। চিত্রসেন হৈলা
রাজা আনন্দিত মন ॥ শুভক্ষণে শুভলগ্নে বিবাহ

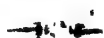
করিল। আনন্দ সাগরে দৌঁছে ভাসিতে লাগি
কৌতুকে রমণীগণ বসিয়া বাসরে। নানামতে
রঞ্জে গান বাদ্য করে ॥ ছয় রাগ ছত্রিশ রা
আলাপিয়া। মৃদঙ্গ মন্দিরা নানা যন্ত্র মিলাই
পুলকে পূর্ণিত দৌঁছে করিলা ভোজন। অপূৰ্ণ
গিয়া করিলা শয়ন ॥ নানামতে রস রঞ্জে ভঞ্
জন। প্রেমামন্দে দৌঁছে কৈলা নিশি জাগরণ ॥ ৪
মলে সুধাকর করিলা গমন। তিমির বিনাশি
উদয় তপন ॥ নিত্যকর্ম সমাৰ্ণন করি দুইজ
খভার বসিলা গিয়া আনন্দিত মনে ॥ রাজ
স্বরায় করিয়া সম্পাদান। অস্তঃপুরে দৌঁছে
করিলা ভোজন ॥ ভোজনাশ্তে শয়ন করিলা দুই
চামর বাজন করে সহচরীগণে ॥ পূৰ্ণ নিশি
রেতে ছিলেন জাগিয়া। দুইজনে নিজা বান
তন হৈয়া ॥ নিজাতক হইয়া দিবস অবসানে।
হার করিতে দৌঁছে গেল পুষ্পোদ্যানে ॥ বন্দ্য
বহিছে সমীরণ। স্পর্শমাত্রে স্নিগ্ধ পাত্র পুলোকা
নাভাজাতি পুষ্প হইয়াছে প্রস্ফুটিত। পুষ্পো
চতুর্দিক গন্ধে আনন্দিত ॥ পিকবর কুহবর
তমালেতে। আনন্দ সন্নিভে দৌঁছে লাগিলা ভা

এক বুঝী অতি হরিশ অনুরে । নানামতে কেনি
 উপ কামনেতে করে ॥ এইরূপে বিহার করিয়া ছুই
 জনে । গুপ্তোজান দৈতে সুখে আসি নিভেননে ॥
 নানামতে সুখ ভোগ করে অবিরত । একপ আনন্দে
 হেল কিছুকাল গর ॥ দৈবযোগে গর্ভবতী হইলেন
 গৌ । আনন্দে সন্মান হৈলা যতেক বননী ॥ বেদ
 বিধি কৰ্ম্ম ক্রমে করে সমাপন । দশ মাসে শুভক্ষণে
 পুত্রের নন্দন ॥ নানামতে দান করে অকাতরে ধন ।
 কামনা করিল দান করি নিচরণ ॥ গণনা করিয়া ছয়
 মাস অন্ন দিলা । শুভক্ষণে কলহতে নান ভাৱ
 দিলা ॥ দিনকর ন্যায় বৃদ্ধি হয় দিনে দিনে । পুত্র
 সুপদেখি সুখী হন ছুই জনে ॥ এই রূপে কিছুদিন
 পুত্র লইয়া । সুখে রাজ্য ভোগ করে আনন্দিত
 হৈয়া ॥ এক দিন চিত্রসেন অপূৰ্ণ শয্যায় । হেমলতা
 সহ সুখে ছিলেন নিদ্রায় ॥ চন্দ্র কুমারেৱে স্বপ্ন
 দেখি অচম্বিতে । নিদ্রাভঙ্গে চিত্রসেন লাগিলা
 কাশিতে ॥ অতুল ঐশ্বৰ্য্য পেয়ে রয়েছে ভুলিয়া ।
 রাজপুত্র চন্দ্রকুমারেৱে পাসরিয়া ॥ রোদন শুনিয়া
 রাণী হইলা চেতন । চেতন হইয়া জিজ্ঞাসেন বিব-

রন ॥ ক্রন্দন করিছ নাথ কিসের কারণ । কি লাগি
 দল দেখি করিছ রোদন ॥ কিসের অভাব তব আ-
 শ্রয়মণি । যে থাকি করিবে সত্য কবিব এগাঁ
 পুনঃ রাণী জিজ্ঞাসেন চিত্রসেনে । বাক্য নাহি
 ধার্য বহে ছনয়েন ॥ ক্ষণেক বিলম্ব করি দৈর্ঘ্যবত
 মুহুর্তে কহিলেন আমি বচন ॥ যবে আমি অ-
 লাম তোমার সভাতে । নিস্তারিয়া কহিয়াছি
 নার সাক্ষাতে ॥ চলু কুমারেতে আজি দেখেছি
 গুনে । আমি লাগি ভ্রমণ করিছে বনে বনে ॥ অ-
 ঐশ্বর্য আর তোমারে পাইয়া । প্রাণের সমান
 রয়েছি ভুলিয়া ॥ আমি লাগি বনে বনে করিছে
 মগ । পাসরি রয়েছি আমি পেয়ে রাজ্যধন ॥
 এব রাজকুমারের অন্তেষণে । বিধুদুখী বিনায়
 সভাস্ত বদনে ॥ এতেক স্ত্রীনিয়া চিত্রসেনের ব-
 পুরু শাপ বিবরণ হইল শ্রবণ ॥ কহিতে লা-
 গি করিয়া রোদন । আমারে আজিবে নাথ
 সের কারণ ॥ ছাড়িয়া আমারে তুমি যাইবে
 যায় । শুনিয়া নিষ্ঠুর বাক্য প্রাণ বাহিরায় ॥ এ-
 বজ্রপি কাস্ত করিবে গমন । আমি সঙ্গে যা-
 হাড়িব কদাচন ॥ তোমা বিনা কেমনে ধরিব

২০। বদ্যপি ত্যজিয়া যাও ত্যজিব পরাণ ॥ চিত্র-
 সেন নানামত প্রলোভ বাক্যেতে । সাধু না করিয়া
 হইলেন নানামতে ॥ কুমারের অশ্রমে- ন আকী-
 র্ত্তি । সবে করি কুমারেরে এখানে পাতিত ॥
 যে মা- চিতার সাপ করিব মোচন । সঙ্গে করি
 ছাতি উজ্জ্বলেনের নন্দন ॥ চলিলাম তোমার নিকটে
 রাখি প্রাণ । শূন্য দেহ সঙ্গে আমি করিবে যবান ॥
 সতক শুনিয়া রাণী কহিছেন বাণী । তোমার বি-
 দানে চলিলাম একাকিনী ॥ চাহকিনী সেমন নীরদে
 বিরক্ষয়ে । জীবন পারণ করে জীবন আশয়ে ॥
 পিদায় হইলা করি শ্রীহরি স্মরণ । নষ্টভাবে চিত্র-
 সেন করিলা গমন ॥ নিকটেই ডাক কহিলেন
 নাবিকেরে । শীঘ্রগতি নদী পার করি দেহ মোবে ॥
 দ্রুত করি তরী ভরা অাইল তখন । চিত্রসেন তরী
 পরে তৈরী আরোহণ ॥ নাবিকেরে বলিলেন নধুর
 স্রুতনে । বৎসরের মধ্যে আমি আসিব এখানে ॥
 মিথ্য ভূমি নদী পারে করিবে গমন । যে অবধি
 নাহি করি পুনরাগমন ॥ বল্লবিধ পুরস্কার করিব
 তোমারে । যে আত্মা বলিয়া নাবিক উঠিলা সত্বরে ॥
 নদী পার করিয়া দিলেক চিত্রসেনে । কুলে উদ্ভ-

রিয়া প্রবেশিলা ঘোর বনে ॥ জীনাথে বক্রগামসী
বক্রগা করিলা, তবধৰ্মে পার কর পদতরী দিয়া ॥



চন্দ্র কুমার দেব সহিত উর্ষশীর মিলন ।

পায়ার । এতেনেতে রাজপুত্র বিষাদিত মনে । ক্রন্দন
করেন চিত্রসেনের বিহনে ॥ কাননে প্রবেশি উদ্ভ্রঙ্ক-
নার একাকী । কম্পান্বিত কলেবর ঘোর বন দেখি ।
বীরে পদব্রজে করেন গমন । কোথা চিত্রসেন বসি
সঘনে রোদন ॥ ক্ষুধায় আকুল ব্যাকুলিত চিত্র
হৈয়া । কল অহেষণ করে চৌদিগে চাহিয়া ।
যোগী এক বৃক্ষমূলে কৈলা দরশন । পুলকে পূর্ণিত
চিত্র আনন্দিত মন ॥ তেজস্বী তপস্বি কার্শ্ব উদিত
গগন । মস্তকেতে জটাতার বিভূতি ভূষণ ॥ গলবস্ত্র
হৈয়া সম্মুখেতে দাড়াইলা । নানামতে স্তব স্তুতি
করিতে লাগিলা ॥ স্তবে ভুষ্ট যোগীবর হইলা তখন
অণেক বিলম্বে কৈলা চক্ষু উন্মীলন ॥ গলবস্ত্র কৃতা-
ঞ্জলি দেখিয়া কুমারে । জিজ্ঞাসা করেন তারে অতি
সমাদরে ॥ বয়স নবীন সর্ব সুসঙ্গ দেখি । এষোর
কাননে কেন আইলে একাকী ॥ কোথা হৈতে আ-

উলে তুমি যাউনে কোথায় । কিনা অভ্যর্থন কর বল
 আমায় ॥ রাজার মন্দন কহে করে যোড় পাশি ।
 দক্ষাতরে মৃত্যুরে আপন কাহিনী ॥ চন্দ্রদীপ নামে
 নগর বিখ্যাত নগর । ইন্দ্রসেন মন পিতা তাহার
 ঈশ্বর ॥ চিত্রসেন সেনাপতি লইয়া সঙ্গেতে । মুগ্ধ
 কারণে আইলান অরণ্যেতে ॥ নিশিতে রক্ষের পথে
 ছিলাম ভ্রমণ । ভয়ে ভীত চিত্ত নিশি করি জ্ঞান
 অচমিতে উপনীত হৈল দম্ভান । অরণ্য ভিতরে
 করি মহা কোলাহল ॥ শাখা ভগ্ন হয়ে আমি গড়িল
 তথায় । দম্ভগণ বাক্সি লয়ে চলিল আমায় ॥ সঙ্ক
 করি আপন ভবনে লয়ে গেল । মানিক অঙ্গুরী পথে
 নোরে ছাড়ি দিল ॥ তথা হতে আইলাম এই ঘোর
 মন । ভাগ্য ক্রমে পাইলাম তব দরশন ॥ করুণা
 নিধান কৃপা করি আমাপ্রতি । বল কোথা আছে
 চিত্রসেন সেনাপতি ॥ আপনি সর্বজ্ঞ অতি বীর মতি
 মন । অবিস্মিত কিবা আছে তব বিদ্যমান ॥ কুমা
 রর এত শুনি মিনতি বচন । কহিতে লাগিল তারে
 ধীর বচন । ভ্রমণ করিছ তুমি তাহার কারণে ।
 তাহা বিনা সেও ভ্রমিতেছে বনে বনে ॥ শীঘ্র
 তাহা সহ তার হইবে মিলন । উত্তরাভিমুখে তুমি

করহ গমন ॥ যোগী বাক্য শুনি হৈলা আনন্দিত
মন । করে স্বর্গ পায় যেন রাজ্যের ভন্দন ॥ প্রণাম
করিয়া যোগী পদ কমলেতে । আচ্ছাবর্তী হইলেন
উত্তর মুখেতে ॥ দিনকর কিংগণেতে দক্ষ কল্বেবর ।
স্বুধায় আকুল তনু কম্পে নিরন্তর ॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে
সেই কানন ভিতর । সরোবর দেখিলেন অতি মনো-
হর ॥ নানাকল কলেতে চৌদিগ সুশোভিত । দেখি
রাজপক্ষী গতে হৈলা হরষিত ॥ স্বরান্বিত হয়ে সেই
সরোবর তীরে । উত্তরিলা গিয়া অতি হরিষ অন্তরে
পদবার নিভা কক্ষ করি সমাপন । সরোবর তীরে
পুনঃ করিল গমন ॥ বিবিধ প্রকার ফল করিয়া
ভোজন । সরোবর জলপানে হৈলা তৃপ্ত মন ॥
কণেক বিখ্যাম করি উঠি তথা হৈতে । ধীরে ধীরে
চালিলেন উত্তরমুখেতে ॥ হেনকালে অস্তাচলে গেল
দিনমণি । ঘোর অন্ধকারময় হইল রজনী ॥ ভয়ে
ভীত চিত্ত হয়ে রাজার ভন্দন । গহন কানন মধ্যে
করেন গমন ॥ অনাহারে ব্যাকুল হইয়া অন্তরেতে ।
ব্রহ্মোপরে উঠিলেন কান্দিতে কান্দিতে ॥ ঘোর অন্ধ
কার নিশি করি নিরীক্ষণ । মনে মনে ঈশ্বরে ক
পন স্মরণ ॥ হেনকালে আশ্চর্য্য করেন দর্শন । বাহ

করে কন্যা এক করিছে গমন ॥ অপকৃপ কৃপা বামা
 নরমা কপসী । গগণে উদয় যেন হইয়াছে শশী ॥
 নাহি হয় দৃষ্টি নিশি ঘোর অন্ধকার । রূপে ভালো
 ন দেখি চমৎকার ॥ এক দৃষ্টে চাহি রহে
 রাজার নন্দন । এতি অপকৃপ কৃপা না দেখি কখন ॥
 শূন্যমার্গে যাইতে আইতে । রক্ষোপরে
 কুমারেণে পাইল দেখিতে ॥ আঁধারে আসি সমু-
 দ্রতে উত্তরিলা । মুক্তস্বরকুমারেণে কহিতে লাগিলা
 কে তুমি একাকী আঁদিয়াছ কাননেহে । সত্য পরি-
 রে দেহ আমার সাক্ষাতে ॥ মন্ডরে কল্পিত তরু
 রাজার নন্দন । করযোড়ে কহিলেন মধুর বচন ॥
 শুনহ রূপসি আমি রাজার নন্দন । তোমারে দেখিয়া
 মনে হইতেছে ভয় । শূন্যমার্গে যাইতেছিলে তুমি
 একাকিনী । কি কারণে এ কাননে আইলে বল শুনি
 রাজপুত্র বচনেতে ঈষদ হাসিয়া । কহিতে লাগিলা
 চারে ভয়ান্ত দেখিয়া ॥ কি কারণে এত ভয় রাজার
 নন্দন । কল্পান্বিত কলেবর দেখি কি কারণ ॥ স্বগ-
 ণের নৃত্যকী উর্ধ্বশী মন নাম । সত্য করি কহিলান
 ঞন গুণধাম ॥ শূন্যমার্গে বায়ু ভরে ভ্রমি একাকিনী
 প্রফুল্লিতা অন্তরেতে দিবস রজনী ॥ দেখিয়া তোমার

অতি কপ মনোহর । পঞ্চদশে অঙ্গির হইল কলেবর
 তে কারণে সম্মুখেতে আইলু তোমার । তোমাতে
 বরিব মনে বাসনা আমার ॥ উর্ধ্বশীর কথা শুনি রা-
 জার নন্দন । রূপের লাভণ্য দেখি নিঃশব্দ ॥
 বাক্য নাহি সরে রহিলেন মৌন হয় ॥ অনিমিত্ত
 মনেতে রহিল চাহিয়া ॥ বচন শুনহ মোর রা-
 জার তনয় । রূপা করি যদি চল আমার আলখ ॥
 মনেতে প্রকুল শুনি উর্ধ্বশী বচন । আইতে স্বীকার
 কৈল রাজার নন্দন ॥ উর্ধ্বশী রাজার পুত্রে লয়ে
 কোণ্ডে করি । মূন্যসাগে চলিল পবনে ভর করি ॥
 বিজ্ঞাচল পর্বতেতে উত্তরিল গিয়া । আনন্দ সাগরে
 মগ্না কুমারে লইয়া ॥ স্বর্ণময়ী পুরী মধ্যে প্রবেশ
 করিল । অপূর্ব পালঙ্গে গিয়া দৌহায় বসিল ॥ নানা
 রস রঙ্গ ভঞ্জে দুই জন । রজনী বঞ্চিল হয়ে
 আনন্দিত মন ॥ ত্রিনাথে বরুণাময়ী বরুণা করিয়া ।
 স্বর্ণবর্ণে পার কর পদ তরী দিয়া ॥

রাজ কুমারের উর্ধ্বশীল সহিত কথোপকথন ।

দামিনী হইল গন্ত উত্তর তপন । স্নান প্রকৃত
 নন্দ অক্লান্ত করণ ॥ শয্যা হইতে গাজোখান করি
 ছুই জন । নিয়মেতে মিষ্টাকর্ম্য কৈলা সনাপন ॥
 সোজন করিয়া দেহে শরম করিলা । নিদ্রানন্দ
 হইল ছুই জনেতে উঠিল ॥ বিহার করিলে পুষ্পো-
 দ্যানে করি মনে । আনন্দ ভাব্যে উদ্ভবিল ছুই
 জনে ॥ চারিদিকে নানান পুষ্প সুশোভন । হেরি
 জেন হই যেন নন্দন কানন ॥ নানা আভি মল্লিকা
 মালতী মাতী যুতী । গন্ধদ্বাজ কর মত গোলাপ
 সেউতি ॥ বিবিধ প্রকার নানা ফুটিয়াছে ফুল ।
 সৌরভে মোহিত বিশ্ব জনে আলিকুল ॥ মন্দ মন্দ
 মলয়া হতেছে সমীরণ । গানে স্পর্শ মাত্রে হয়
 বিচলিত মন ॥ পুষ্পোদ্যানে বৃক্ষ মূলে বসি ছুই
 জন । প্রফুল্ল অন্তর নানা কথোপকথন ॥ উর্ধ্বশী
 লিছে রাজ কুমারের প্রতি । সকাতরে কর যোড়ে
 করিয়া মিনতি ॥ সত্য করি কহ দেখি রাজার
 কুমার । এখানে থাকিবে কিম্বা যাবে স্থানান্তর ॥

উর্ধ্বশীর বচনে ত রাজার নন্দন । কহিতে লাগিল
 হরে সহস্র বচন ॥ আরও কপদী তুমি স্বর্গ বিদ্যা-
 ধরী । আগারে বসিবে তুমি অন্তর্যমি ॥ ভো-
 মারে ছাড়িয়া আমি বাইব কোথায় । এই কি মুন্দরী
 তব মনে কলন হয় । এ ঘোর কানর্মে তুমি
 বাঁচাইলে প্রাণ । মনে মনে সঙ্গ করি তব গুণ গান ॥
 যে অবধি এ দেহেতে থাকিবে জীবন । সে অবধি
 এই কথা রহিল স্মরণ ॥ ইন্দ্রের নর্তকী তুমি নর-
 লোক আমি । অন্তর্যমি করিয়া করিলে মোরে স্বামী
 এই রূপে বিহার করিয়া ছুটি জনে । ভবনে চলিয়া
 গেল অমনস্ত মনে ॥ হেনকালে অস্তাচলে গেল
 দিনকর । গগনে উদয় আসি হৈল সুধাকর ॥ ভো-
 কন করিয়া দৌহে করিল শয়ন । সহচরীগণ করে
 গামর ব্যঞ্জন । রাজ পুত্র পাইয়া কন্যা পরম-
 নন্দী । চিত্রসেন অশ্বেষণ রহিল পাশরি ॥ শ্রীনাথ
 করুণাময়ী করুণা করিয়া । ভবান্নবে পার কর পদ
 তরী দিয়া ॥

সেনাপতি ও রাজ কুমারের পুনর্মিলন ।

তৈখা চিত্রসেন মনে ব্যাকুল হইয়া । কাননে
ভ্রমণে সदा আকুল হইয়া ॥ কোথা রাজপুত্র আমি
তোমার কারণে । একাকী ভ্রমণ করিতেছি মনে
বনে ॥ আমারে ত্যজিয়া তুমি রহিলে কোথায় ।
কোথা বিনা এ কাননে মরি প্রাণ যায় ॥ নৌহে
আইলাম বনে মৃগয়া কারণে । আমারে ত্যজিয়া
তুমি রয়েছ কেমনে ॥ তোমারে ছাড়িয়া দেশে
দাঁড় কি কপে । কি বলিয়া প্রবোধিব ইন্দ্রসেন
ভূপে ॥ যদিপি তোমার নাহি পাই দরশন । নি-
হান্ত জীবনে আমি ত্যজিব জীবন ॥ এই কপে চিত্র-
সেন রোদন করিয়া । কাননে ভ্রমণ সदा কুমারী
লাগিয়া ॥ নানা বন উপবন করিয়া ভ্রমণ । বিদ্যাচল
পার্বত্যেতে করিলা গমন ॥ অন্তরেতে রাজপুত্র
বিরহ অনল । দাহন করিছে রুদি হইয়া প্রবল ।
দেখিয়া পার্বত্য শোভা অতি মনোহর । বসিলেন
ইকমূলে বিষাদ অন্তর ॥ কণেক বিগ্রাম করি উঠি
তথা হৈতে । ধীরে ধীরে চলিলেন উত্তরমুখেতে ॥

সন্মুখে দেখিয়া এক পুঁি মনোহর । প্রবেশ করিলা
 সেই পুরির ভিতর ॥ দাসদাসী কর্মচারি দেখি বহু-
 জন । মনে বিচারিলা কোন রাজার ভবন ॥
 কর্মচারিগণেরে জিজ্ঞাসে মুহূর্ত্তেরে । কাহার ভবন
 নত্যা করি কহমোরে ॥ চিত্রসেন বচনেতে কর্মচারি-
 গণ । জিজ্ঞাসিল কোথা হৈতে তব আগমন ॥
 কিকারণে এখানে আইলে মহাশয় । পশ্চাৎ কহিব
 আগে দেহ পরিচয় ॥ নন্দ্যোর সঙ্গাগম নাহিক
 এখানে । এঘোর দুর্গমে ভূমি আইলে কেমনে ।
 কোথায় থাকহ ভূমি কোথা তব বাস । কোনজাতি
 হও ভূমি কিবা হবনাম ॥ এতেক শুনিয়া চিত্রসেন
 সেনাপতি । পরিচয় কহিলেন করিয়া মিনতি ।
 রাজপুত্র সহ আসি যুগয়া কারণে । দৌহেতে বি-
 হুদ হৈল দৈব নিরুদ্ধনে ॥ না পাইয়া অশ্রুমাণ
 রাজার নন্দনে । সে অবধি আমি একা ভ্রমি বনে
 বনে ॥ তিনদিন অনশনে মরি প্রাণ যায় । অতিথি
 করহ যদি হইয়া সদয় ॥ চিত্রসেন বচনেতে দয়া
 উপজিল । বসিবারে আসন আনিয়া তারে দিল ॥
 অল্পপূবে রাজপুত্র উর্ব্বশীর সনে । কৌতুকে
 ভ্রমণে অতি আনন্দিত মনে ॥ কর্মচারিগণ সবে

সন্ধান জানায় । অতিথি এসেছে এক শুন মহাশয় ।
 তেজ স্মৃতি রাজপুত্র জামিয়া বাহিরে । চিনিতে পা-
 হিনা আসি দেখি অতিথিরে ॥ নয়ন ভঙ্গিতে কৈলা
 ইজিত হৃদয় । পরিচয় আমার না দিবে কদাচন ॥
 চিত্রসেন সেনাপতি অতি বিচক্ষণ । ইজিত বুঝিয়া
 কিস্ত করেন বোদন ॥ ছলে রাজপুত্র জিজ্ঞাসেন
 অতিথিরে । কি কারণে আসিতেছ নরনের নীরে ॥
 কি জন্য এতক দুঃখ কহ মহাশয় । কি দুঃখে বা-
 ন কর দেখ পরিচয় ॥ বর কর অশ্রুধারা বহে নয়-
 নেরে । রাজপুত্রে কহিলেন বিনয় বাক্যেতে ॥
 যুগয়া করিতে আসি রাজপুত্র সনে । দৈবযোগে
 হীরে হারাইল ঘোর বনে ॥ প্রাণ সম বন্ধ কান-
 তে হারাইয়া । সে অবধি আমি আমি কান্দিয়া
 কান্দিয়া ॥ অতিথির ক্রন্দনেতে রাজার নন্দন
 ছলে কহিলেন বাক্য সজল নয়ন ॥ দেখিয়া তোম
 দুঃখ শুন মহাশয় । ভূতশনে দগ্ধ সম হতেছে ক
 ক্রন্দন সম্বর কর ধৈর্য্যাবলম্বন । অচিরে পাইবে
 তুমি রাজার নন্দন ॥ কিছু দিন এখানেতে কর আ-
 শ্রিত । সদত বাসনা সেবা করিতে অতিথি

কুমারে দেখিয়া চিত্রসেন আনন্দিত । ক্ষুধা তৃষ্ণা
 দুবে গেল পুলকে পূর্ণিত ॥ বাস্তব হয়ে রাজপুত্র লয়ে
 অতিথিরে । ভোজন করান তারে অতি সমাদরে ॥
 দিনা শয়্যা আনি দিত করিতে শয়ন । শয়ন করিলা
 হয়ে হৃদয় সমস্ত সন্মিলন রাজপুত্র চিত্রসেন
 পাশে । যত্নবরে ধীরে ধীরে কুশল জিজ্ঞাসে ॥ এত
 দিন কোথা ছিলে বনে কি প্রকারে । দেখা হৈল
 তোমা সচ বহু দিন পরে ॥ চিত্রসেন আদ্যন্ত সব
 বিস্তারিয়া । হেননতা সঙ্গে বিভা বিশেষ করিয়া ॥
 শুনিয়া কুমার মনে হৈল আনন্দিত । কহিতে লা-
 গিলা হয়ে পুলকে পূর্ণিত ॥ উর্কশী শুনিলে না ছা-
 ডিবে কদাচিত । গোপনে যাইব দৌড়ে কহিব নি-
 শ্চিত ॥ সকল কহিল আপনার বিবরণ । যে প্রকারে
 উর্কশীর সহিত মিলন ॥ এত বলি দুইজনে সজল
 নয়ন । দৌহাকার দুঃখে দৌড়ে করেন রোদন ॥
 চিত্রসেন কহিলেন রাজার নন্দনে । বল দেখি হেথা
 হৈতে যাইবে কেননে ॥ কদাচ উর্কশী তোমা ছা-
 ডিয়া না দিবে । কি উপায়ে বল দেখি কেমনে যা-
 ইবে ॥ রাজার নন্দন কহিছেন বিনয়েতে । হেথ
 হৈতে যাইতে হবে অতি গোপনেতে ॥ সাবধা

প্রভু হইয়া প্রকাশ না হয়। অতিথি ভাবেতে তুমি
 থাকহ হেথায় ॥ এত বলি রাজপুত্র করিল। গমন ।
 চিত্রসেন আনন্দেতে করিল। শরন ॥ এইরূপে তিন
 দিন রহিল। তৃতীয়। যাইবার কোনমতে না পান
 উপায় ॥ এক দিন উর্জশী কহিল। কুমারে। অদ্য
 আমি যাইব অনর্যবতী পুরে ॥ সাবধান হয়ে এই
 ভবনে রহিবে ॥ যে আজ্ঞা করিলে তাহা তুমি
 পাইবে ॥ রাজকুমারের কাছে লইয়া বিদায়। উ
 র্জশী চলিয়া গেল উম্মের দ্বারায় । এখানেতে পরা
 মর্শ করি দুই জনে । বিদ্যা গিরি হৈতে গিরি প্রবে-
 শে কাননে ॥ নানা বন উপবন যান ছাড়াইয়া ।
 মহানন্দে দুই জনে পুলকিত হৈয়া ॥ কিছুদিন পরে
 নদীতীরে উত্তরিল। নদী পার হেতু মনে ভাবিতে
 লাগিল ॥ পূর্ব কথা অনুসারে নাবিক আইল । নদী
 তীরে দুই জনে দেখিতে পাইল ॥ যোড় কর করি
 দাণ্ডাইল সম্মুখেতে । নাবিকেরে কহিলেন নৌকায়
 যাইতে ॥ নাবিক নৌকায় গিয়া কৈল আরোহণ ।
 তরিপরে আরোহণ কৈল। দুই জন ॥ নদী পার হয়ে
 হৈলা আনন্দিত মন । তাম্রদ্বীপে দুই জনে করেন

গমন ॥ জীনাথে করুণাময়ী করুণা করিয়া । ভবান্নবে
পার কর পদ তরী দিয়া ॥

—সঙ্গ—

তান্ত্রদ্বীপে পুনর্গমন ও সালসান রা
জার শাপ মোচন ।

পয়ার । চিত্রসেন আর ইন্দ্রসেনের নন্দন । দুই
জনে তান্ত্রদ্বীপে করিলা গমন ॥ নগরে প্রবেশমাত্র
করিলা দৌড়াতে । স্ত্রী পুরুষ বিভাগ হইল পূর্বমতে
বিষাদিতা হেমলতা ছিলেন বসিয়া । প্রফুল্লিতা হৈল
মনে অশ্রুমা দেখিয়া ॥ নিশ্চয় বুঝিলা চিত্রসেনের
আগমন । আসিয়াছে নাথ সহ রাজার নন্দন ।
কোনা হল ধনি হৈল রাজ-ভবনেতে । আশ্রয় দিলা
মন্ত্রী প্রতি দৌহারে আনিতে ॥ পাইয়া রাণীর আশ্রয়
মন্ত্রী বিচক্ষণ । অগ্রসর হৈলা লয়ে সভাসদগণ ।
অন্তঃপুরে করে সবে সুমঙ্গল ধনি । আনন্দ সাগরে
মগ্ন হইলেন রাণী ॥ সভাসদ সহ মন্ত্রী অগ্রসর হৈল
রাজ ভবনেতে আইলা দৌহারে লইয়া ॥ অন্তঃপুরে
ছুজনারে লইয়া তখন । অতি সমাদরে দিলা বসি
আসন । কর ঘোড়ে হেমলতা করে প্রণিপাত

মধুর বচনে কহে শুন প্রাণনাথ ॥ রাজপুত্র অস্বেনে
 গেলে যে অবধি । আশা পথ নিরক্ষিয়ে আছি সে
 জর্জরি ॥ অদ্য সম সুপ্রভাত হইল রজন্য । রাজ
 পুত্র নহ হেথা আইলে আপনি । পিতৃ রাজ্য শাসনে
 মুক্ত হইল এতদিনে । ভোগ্যদের দৌহত্যার শত
 আগমনে ॥ এইমতে নানামতে স্তব কৃতি করে ।
 তুষ্ট তুষ্ট দুইজন আনন্দ আনুরে ॥ বিবিধ দিখিল
 বহু অন্যথা না হয় । উপলক্ষ বক্ষ মাত্র কালে পূর্ণ
 হয় ॥ এইমতে নানা মতে কথোপবগন । আপনি
 করেন রাণী চামর বজ্রন ॥ হেমলতা জিজ্ঞাসা কারল
 চিত্রসেনে । কাণী অস্বয় পাউলে রাজ্যের নন্দনে
 বিস্তারিয়া আদ্যন্ত সকল কহিলো । শুনি রাণী
 আনন্দ সাগরে মগ্না হইলো ॥ নানা মত খাদ্য দ্রব্য
 করি আয়োজন । দৌহারে আপনি রাণী করান মো
 জন ॥ ভে জনান্তে দুই জনে পালক্ষে বসিলা । মুগ
 শুক্লি সৌগন্ধ তামূল আনি দিলা ॥ অহানন্দে দুই
 জনে করেন শয়ন । হেমলতা করে দৌহে চামর
 বাজল ॥ পথ প্রান্ত কাননেতে নিশি জাগরণ । পাল-
 ক্ষেতে নিদ্রা যান হয়ে অচেতন ॥ নিদ্রা ভঞ্জে উঠি-
 লেন দিবা অবসানে । ভ্রমণ করিতে দৌহে গেলা

পুষ্পোদ্যানে ॥ দুজনার কর দোঁহে করিয়া বারন ।
 ভ্রমণ করেন প্রতি হরষিত মন । চিত্রসেনে কহিলেন
 রাজার নন্দন । রাজ্য ছাড়ি বহুদিন লাইল দুজন ॥
 নাহি জানি পিতা মাতা আছেন কেমনে । অতএব
 ভাবনা বড় হইতেছে মনে ॥ দেশেতে যাইতে মনে
 হতেছে বাসনা । সেমন করিয়া যাব বল সুমন্ত্রণা ॥
 চিত্রসেন কুমারের শুনিয়া বচন । কহিতে লাগিল
 হয়ে হরষিত মন ॥ আশাসিয়া বল ভূমি রাজার
 কন্যারে । দেশেতে যাইব পিতামাতা দেখিবারে ।
 হৃদয় বিদরে দেখিবারে পিতা মাতা । শুনিয়া বি
 কথা বলে দেখ হেমলতা ॥ এত বলি পুষ্পোদ্যান
 হৈতে দুইজন । কোতুকে আইলা হেমলতার তবন
 হেনকালে অস্তাচলে চলিল মিহির । চক্ষের
 দয় হইলেন বিনাশি তিমির ॥ অস্তপ্পটে
 দুইজনে করিলা গমন । আসনে বসিলা দোঁটে
 হরষিত মন ॥ নানামতে ভোজন করেন দোঁটে
 সুখে । চামর ব্যজন রাণী করেন সম্মুখে
 হেমলতা প্রতি চাহি রাজার নন্দন । কহিতে ল
 গিলা হয়ে সহাস্য বদন ॥ রাজ্য ছাড়ি বহুদিন ব্রা
 বনে বনে । নাহি জানি পিতা মাতা আছেন কে

মনে ॥ দেখিতে বাসনা বড় হয়েছে মনেতে ।
 জামার বিদায় দেও হাস্য বদনেতে ॥ চিত্রসেন
 লগ্নে কুণ্ঠে রাজ্য ভোগ কর । পিতৃ রাজ্য যাব
 আমি অনু বঞ্চিত কর ॥ এতেক শুনিয়া রাজনন্দনের
 দাশী । কহিতে লাগিল তখন রাজার নন্দিনী ॥
 কি কথা কহিলে পুনঃ বল দেখি শুনি : কেমনে
 এমন কথা বলিলে আপনি ॥ কি কারণ এত ভর
 পাইব বচন : পাষণ্ড ছদ্ম ভঙ্গ রাজার নন্দন ॥
 এত ক্রোশে আসিয়াছি আমার ভবনে । স্বপ্ন হ'ও কিছু
 দিন থাকিয়া-এখানে ॥ হেমলতা প্রতি কহে রাজার
 নন্দন । নিষেধ আমারে না করিবে কদাচন ॥
 পাইব ভবনে মনে করিছি মনন । কোনমতে না
 শুনিব তোমার বচন ॥ এতশুনি হেমলতা নিরন্তর
 হেলা । মলিন বদন ধরাসনেতে বসিল ॥ চিত্রসেন
 কহিছেন রাজার নন্দনে । এমন বচন ভুমি বলিলে
 কেমনে ॥ তোমারে ছাড়িয়া আমি থাকিব এ-
 খানে । কেমনে এমন কথা বলিলে বদনে ॥ দৌছে
 আসিয়াছি বনে মৃগয়া কারণে । নানামত ক্রোশ
 পাইয়াছি বনে বনে ॥ আমা বিনা কতছুঃখ পেয়ছ
 কাননে । সেসকল এখন বুঝি পাগরিলে মনে ॥

নাশ স্থানে তোমা বিনা করেছি ভ্রমণ । এখন
 শুনিলে সব রাজার নন্দন ॥ কত কষ্টে দুইজনে
 হয়েছে মিলন । এখন ত্যজিতে চাই বল কি কাণ
 কি লাগি আইলা তুমি উরুশী ছাড়িয়ে । আমারে
 কহিছ থাক হেমলতা লয়ে ॥ যেখানে যাইবে তুমি
 রাজার নন্দন । সেখানে নিশ্চয় আমি করিব গমন ।
 অন্যথা নাহিক ইথে হবে কদাচন । সত্যকরি ক-
 হিলাম স্বরূপ বচন ॥ যদ্যপি আমারে ছাড়ি যাবে
 স্থানান্তরে । পশ্চাতে যাইব আমি কহিমু তোমা
 রাজপুত্র শুনি চিত্রসেনের বচন । কহিতে লাগিল
 হয়ে মলিন বদন । নিশ্চয় যাইব মাতা পিতা
 দরশনে । কদাচ নাহিক আমি থাকিব এখানে ।
 যাইচ্ছা তোমার তুমি করহ এখন । সত্য করি ক-
 দেখি কিস্তব মনন ॥ চিত্রসেন কহিলেন রাজা
 তনয়ে । কেমনে থাকিব হেথা তোমা
 একান্ত যদ্যপি তুমি যাইবে তবন । আমিও তে-
 মার সঙ্গে করিব গমন ॥ হেমলতা দুজনার বচ-
 শুনিয়া । করষোড়ে কহিলেন বিনয় করিয়া
 আমারে ত্যজিয়া বল কোথায় যাইবে । নিতা
 কি কান্ত মম পরাণ বধিবে ॥ কতু না ছাড়িব আ-

হাইব সঙ্গেতে । তোমা ছাড়ি এখানে না রব কোন
 মতে ॥ চিত্রসেন হেমলতার চাহিয়া বদন । প্রবোধ-
 দিয়া কহিছেন মধুর বনে ॥ অতুল ঐশ্বর্য্য রাজ্য
 ত্যজিয়া সুন্দরী । কেমনে যাইবে এসকল পরিহার ॥
 আসিয়াছি ভ্রমণ করিয়া বনে বনে । পুনরপি যাব
 দৌহে গহন কাননে ॥ দুঃখলেশ নাহি জান রাজার
 নন্দিনী । আমাদের সঙ্গে কোথ গাবে বিনোদিনী ॥
 কিছুকাল রাজ্যভোগ কর আনন্দেতে । কি দুঃখ
 ইবে বল তুমি জাননেতে ॥ চিত্রসেন বচনেতে
 হইল হেমলতা । তোমা ছাড়ি রব হেথা এ কেমন
 কথা ॥ অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ নাহিক বাসনা । এ-
 কত্রে থাকিব দৌহে সদত কামনা ॥ জাননা কি
 স্ত্রীলোকের পতি বিভূষণ । পতি বীণা বৃথা নারী
 লীবন ধারণ ॥ স্ত্রীলোকের পতি বিনা গতি নাহি
 তার । অসার সংসারে নারীর পতি মাত্র সার ॥
 কোন্ত যদ্যপি কোন্ত যাইবা ত্যজিয়া । নিশ্চিহ্ন
 ত্যজিব প্রাণ আত্মঘাতি হইয়া ॥ চিত্রসেন হেমলতা
 বচন শুনিয়া । কহিতে লাগিল নানামত প্রবোধিয়া
 রাজকন্যা বিনয়েতে কহেন বচন । অশ্রুপূর্ণ
 হনুনে মলিন বদন ॥ প্রবোধ বচন নাথ বল অকা-

রণ। সঙ্কেতে যাইব না শুনিব কদাচন।। চিত্রসেন
 কহিলেন রাজকুমারের। কি উপায় করিব হে বল
 আমারে।। রাজকন্যা যদ্যপি নিবেদন না শুনি
 অবশ্য করিয়া সঙ্কে যাইতে হইল।। হেমলতা প্রা
 চাহি বলেন বচন। নিতান্ত যাইবে সঙ্কে করে
 মনন।। অতুল ঐশ্বর্য রাজ্য কারে সমর্পিব।। কেমন
 করিয়া মম সঙ্কেতে যাইবে।। চিত্রসেন বাক্য শু
 ন রাজার নন্দিনী। কহিতে লাগিলা যোড় করি দু
 পাণি।। মন্ত্রী প্রতি রাজ্য ভার করি সমর্পণ।। তে
 মার সঙ্কেতে আমি করিব গমন।। কার্যনাহি অতুল
 ঐশ্বর্য রাজ্য ধন। একান্ত সঙ্কেতে যাব করে
 মনন।। চিত্রসেন শুনি হেমলতার বচন। কহিছে
 যাহা ইচ্ছা করহ এখন।। এত শুনি রাজকন
 ডাকিয়া মন্ত্রীরে। কহিতে লাগিলা অতি হরিষ
 স্তরে।। এ রাজ্য তোমারে করিলাম সমর্পণ।। ~~সমস্ত~~
 পালন করহ প্রজাগণ।। রাজকন্যা বাক্য মন্ত্রী
 রিয়া শ্রবণ। কহিতে লাগিলা হয়ে বিবাদ বচন
 কেমনে এমন আজ্ঞা করিলে আমারে।। সিংহে
 যে ভার তাহা শৃগালে কি পারে।। এতেক শুনি
 রাণী সহাস্য অন্তরে। নানা মতে প্রবোধিয়া কহে

রে । ধর্ম্মেতে থাকিলে মন নাহি কিছু ভয় ।
 ধর্ম্ম তথা জয় বুধগণে কয় ॥ এত বলি
 ব্রা কৈলা শুভক্ষণ দেখি । পুষ্পোদ্যানে সে দিন
 চন্দ্রা বিধুমুখী ॥ অস্তাচলে গমন করিলা দিনমণি
 জনে পুষ্পোদ্যানে বঞ্চিলা রজনী ॥ শ্রীনাথে
 কৃণাময়ী করিয়া করুণা । বিতর কমল পদ মকরন্দ
 পা ॥

—মৃগ—

রাজকুমার ও চিত্রসেনের

বাটী গমন ॥

জামিনী হইল গত উদয় তপন । কিরণে প্রফুল্ল
 হল কগল কানন ॥ নানা জাতি সরোরুহ দেখি
 ক্ষুণ্ণিত । মধু লোভে মধুকর হয়ে আনন্দিত ॥
 পরিছে চারিদিকে উন্মত্ত হইয়া । সরোবরে প্রফুল্ল
 মল মধুপিয়া ॥ মন্দ মন্দ মলয়া হতেছে সমীরণ ।
 ত্রে স্পর্শ যাত্রে হয় উচাটন মন ॥ নিদ্রা ভঞ্জে
 জকন্যা বসি পুষ্পোদ্যানে । রহাস্য করেন নানা
 হাস্য বদনে ॥ চিত্রসেন হেমলতার চাহিয়া বদন ।
 হিতে লাগিলা অতি মধুর বচন ॥ কস্মচারিগণেরে

করহ অনুমতি । যাইবার সুসজ্জা করিতে শীঘ্রগতি ॥
 শুনি আজ্ঞা দিলা দূতে আনিতে মন্ত্রীরে । আদেশ
 পাইয়া দূত চলিল সত্বরে ॥ মন্ত্রীর নিকটে দূত
 করিয়া গমন । গলবস্ত্রে করযোড়ে করে নিবেদন ॥
 আজ্ঞাদিলা মহারানী তোমারে যাইতে । শীঘ্রচল
 মহাশয় রাণীর সভাতে ॥ শুনিয়া দূতের মুখে মন্ত্রী
 বিচক্ষণ । কক্ষগাং দূত সঙ্গে করিলা গমন ॥
 উপনীত হৈল রাজকন্যা সম্মুখেতে । প্রণাম ক-
 রিয়া কহে বিনয় বাক্যেতে ॥ কি কৰ্ম করিব মোরে
 কহ অনুমতি । কহিতে লাগিলা বাণী চাহি মন্ত্রী
 প্রতি ॥ মমরাজ্য তোমারে করিলাম সমর্পণ । ধ-
 র্ম্মেতে রাখিয়া মন পাল প্রজাগণ ॥ কৰ্ম্মচারিগণেরে
 করহ অনুমতি । যাইবার সুসজ্জা করিতে দ্রুতগতি ॥
 তখনি বলিলা ডাকি অনুচরগণ । যে যে দ্রব্য চাহি
 তাহা কর আয়োজন ॥ আজ্ঞা মাত্রে প্রস্তুত করিলা
 সব আনি । দাণ্ডাইল সম্মুখেতে হয়ে যোড়পাণি ।
 নানা জাতি হস্তি অশ্ব দায় দাসীগণ । নানা অ-
 লঙ্কারেতে করিয়া সুসাজন ॥ শিবিকা সুসজ্জা করি
 বাহক আনিলা । প্রণাম করিয়া আনি সম্মুখে রা-
 খিল ॥ নানামত খাদ্যদ্রব্য তখনি আনিয়া । কৰ্ম্ম-

রিগণ রাখে ঘরে সাজাইয়া ॥ করযোড়ে হেমলতা
 হিছে তখন । বিলম্বিতে আর কিছু নাহি প্রয়োজন
 গরের লোক যত আইলা দেখিতে । মঙ্গলাচরণ
 ভঞ্জন বদনেতে ॥ জ্ঞাত্যতি হেমলতা উঠিয়া
 ধরে । যথাযোগ্য সঙ্গাষণ করেন সবারে ॥ দরিদ্র
 নারে ধন করি বিতরণ । অদৈন্য করিলা দিয়া
 বিবিধ রতন ॥ চিত্রসেন হেমলতা রাজার নন্দন ।
 হমারে লইয়া কৈলা শিবিকারোহণ ॥ বাহকগণেরে
 চলিলেন অকুমতি । শিবিকারোহণ করি চল
 গীত্রগতি ॥ আশ্রাবহ বাহক হইয়া স্বরান্বিত ।
 শিবিকা লইয়া নদীতীরে উপনীত ॥ হেনকালে
 দ্রুতাচলে গেল দিনাকর । গগণে উদয় শশী অতি
 শোভাকর ॥ কুমুদিনী প্রফুল্লা হইলা সরোবরে ।
 সমীরণে সঘনে ছুলিছে রস তরে ॥ নদীতীরে সকলে
 চিহ্নিলা সেই দিনে । চৌদিকে বেষ্টিত হয়ে দাস
 দাসীগণে ॥ পরদিন তথা হৈতে নদী পার হয়ে ।
 কোতুকে চলিলা সবে আনন্দিত হয়ে ॥

নানা দেশ বন উপবন ছাড়াইয়া । উত্তরিকা

চন্দ্রদ্বীপ নিকটেতে গিয়া ॥ দূতেরে ডাকিয়া তনে
 রাজার নন্দন । চন্দ্রদ্বীপ নগরেতে করিলা প্রেরণ ॥
 আজ্ঞা মাত্র দূত গিয়া রাজার সভায় । গলবস্ত্র যোড়
 করে গম্মুখে দাণ্ডায় ॥ জিজ্ঞাসা করিলা মন্ত্রী দূতেরে
 দেখিয়া । কে তুমি আইলে হেথা কিসের লাগিয়া ॥
 করযোড় করি দূত বলিলা বচন । কুমারের হইয়াছে
 শুভ আগমন ॥ শুনি মন্ত্রী উঠিলেন দুরাশ্রিত হৈয়া ।
 রাজারে কহিলা বাত্রা দুরাশ্রিত হৈয়া ॥ পুত্র
 শোকানলে দগ্ধ ছিল রাজ্য রাণী । আনন্দ সাগরে
 মগ্ন হৈলা দৌহে শুনি ॥ অবিলম্বে নরপতি সভায়
 আসিয়া । অদৈন্য করিলা দূতে নানা ধন দিয়া ॥
 কহিলেন মন্ত্রী প্রতি হরষিত অতি । চন্দ্রকুমারেরে
 গিয়া আন শীঘ্রগতি ॥ রাজার আদেশ পাইয়া
 দুরাশ্রিত হৈয়া । চলিলা সঙ্কেতে সভাসদগণ লয়া ॥
 মধ্য বসি রাজপুত্র আনন্দ অন্তরে । উপনীত হইয়া
 মন্ত্রী দণ্ডবত করে ॥ মন্ত্রীয়ে দেখিয়া তখন রাজার
 নন্দন । সমাদরে করি দিলা বসিতে আসন ॥ কর-
 যোড়ে কহিলেন শুন যুবরাজ । আপনার নিকটে
 পাঠালেন মহারাজ ॥ কুমারের আগমন অবগ
 করিয়া । লয়া যাইতে আমারে দিলেন পাঠাইয়া ॥

দ্বীপ বচন শুনি রাজার নন্দন। পুলকে পূর্ণিত
 চিত্ত আনন্দিত মন। সঙ্গিতে লইয়া হেমলতা চিত্র-
 গণে। পদব্রজে চলিলেন রাজার সদনে॥ অশ্ব
 হস্তি দাস দাসী চলিল। পশ্চাতে। অগ্রসর আপনি
 ইয়া যোড়হাতে॥ উপনীত হৈলা গিয়া রাজার
 ভায়। সাক্ষাৎ প্রণিপাত করিলা পিতায়॥
 চিত্রলেন নমস্কার করিলা রাজারে। হেমলতা প্র-
 বশ করিলা অন্তঃপুরে॥ অশ্ব হস্তি দাস দাসী
 থা যোগ্য স্থানে। স্নানদান করিলেন আনন্দিত
 মনে॥ পুত্র কোলে লৈয়া রাজা প্রফুল্ল বদনে। চুম্বন
 করিয়া রাজা কহেন নন্দনে॥ এতদিন কেমনেতে
 ছিলে পানরিয়া। মনে কি ছিলনা বাছা জনক
 লিয়া॥ নানামত বাক্যে রাজার সান্ত্বনা করিয়া।
 দুরিল। জননীর নিকটেতে গিয়া॥ সাক্ষাৎ
 প্রণাম কৈলা মাতার চরণে। পুত্র কোলে লইয়া
 রাণী আনন্দিত মনে॥ ক্রোড়ে করি কুমারেব-
 হহিতে লাগিলা। কেমনে মায়ের বাছা পানরিয়া
 হৈলা॥ অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা বহে নয়নেতে। চুম্বন
 করেন রাণী পুত্র বদনেতে॥ জন্মাবধি কখন না
 দান ছুঃখলেশ। আহা মরি বাছা কত পাইবাহু

ক্লেশ ॥ সুবর্ণ জিনিয়া বর্ণ হয়েছে বিবর্ণ । পথ
 আছে কলেবর হইয়াছে শীর্ণ ॥ কত ক্লেশ কাননে
 পেয়েছ বাছাধন । রবির কিরণে শুকায়েছে চন্দ্রানন ॥
 দুঃখানলে দগ্ধ দেহ হতেছে আমার । মা বলে বিধু
 বদনে ডাক একবার ॥ মায়ের বচনে চন্দ্রকুমার
 তখন । করঘোড়ে কহিলেন মধুর বচন ॥ আমাবিনা
 কত দুঃখ পেয়েছ জননি । রূপাকরি অপরাধ না
 লবে আপনি ॥ কি করিব বিধিলিপি কে ঋণ্ডাতে
 পারে । সুখ দুঃখ হয় মাগো কল্প অনুসারে ॥
 বাৎসল্য ভাবেতে পুজ্ঞে করান ভোজন । আপনি
 করেন বসি চামর ব্যজন ॥ ভোজনাশ্বে পালক্বেতে
 করিলা শয়ন । পথপ্রান্তে নিদ্রা জান হয়ে অচেতন ॥
 হেমলতা লয়ে রাণী অতি সমাদরে । জিজ্ঞাসা
 করেন তারে সুমধুর স্বরে ॥ কোথায় নিবাস তব
 কাহার নন্দিনী । সত্যকরি বিস্তারিয়া বল দেখি
 শুনি ॥ হেমলতা কহিলেন সব বিস্তারিয়া । আন-
 ন্দিত হৈলা রাণী বিশেষ শুনিয়া ॥ অতি সমাদরে
 লয়ে করান ভোজন । হেমলতা হৈলা অতি প্রফুল্লিতা
 মন ॥ ছুই জনে নানামতে কথোপকথন । আনন্দ
 সাগরে মগ্ন হইলা তখন ॥ হেমলতা প্রতি রাণী

নাগিলা কহিতে । কতদুঃখ বাছা পাইয়াছ কান-
নতে ॥ সারারাত্র কাননে হয়েছে আগরণ ।
কণেক বিশ্রাম কর করিয়া শয়ন ॥ প্রফুল্লা হইলা
শুনি রাণীর বচন । পালঙ্ক উপরে গিয়া করিলা
শয়ন ॥ নিদ্রা ভঞ্জে রাজপুত্র দিবা অবসানে । ভ্রমণ
করিতে চলিলেন পুষ্পোদ্যানে ॥ নানামত পুষ্প
সুশোভিত পুষ্পোদ্যান । নন্দন কানন সম যাহার
বাখান ॥ চতুর্দিকে নানা জাতি পুষ্প প্রস্ফুটিত ।
সৌরবে মোহিত বিশ্বগন্ধে আমোদিত ॥ দেখিয়া
কানন শোভা রাজার নন্দন । আনন্দ অন্তর হয়ে
করেন ভ্রমণ ॥ হেনকালে অস্তাচলে গেল দিবাকর ।
গগণে উদয় হৈল পূর্ণ সুধাকর ॥ শ্রীনাথে করুণাময়ী
করিয়া করুণা । বিত্তরকমল পদ মকরন্দ কণা ॥



কুমারের বিবাহ জন্য শল্য রাজার
নিকট দূত প্রেরণ ।

ইন্দ্রসেন নরপতি রাজা ইন্দ্র প্রায় । বারদিয়া
প্রভাতে বসিলা নররায় ॥ অমাত্য বন্ধু বান্ধব হইয়া

বেক্ষিত । ব্রজ্য মণ্ডলী বসি গুরু পুরোহিত ॥
 হেনকালে রাজপুত্র আইলা সভায় । প্রণাম করিয়া
 ভূপে সম্মুখে দাণ্ডায় ॥ পুত্রেরে দেখিয়া রাজা হর-
 যিত মন । বসিতে আদেশ রাজা করিলা তখন ॥
 রাজপুত্র ভূপতির আজ্ঞা অনুসারে । বসিলা সভায়
 অতি প্রফুল্ল অন্তরে ॥ বিচার করেন নানা বুধগণ
 সঙ্গে । সমুদয় হইলা সবে শাস্ত্রের প্রসঙ্গে ॥ ভূপতিকে
 কহিলেন সভাসদগণ । সর্ব গুণাশ্রিত রাজা তোমার
 নন্দন ॥ এতেক শুনিয়া সভাসদের বচন । ইন্দ্রসেন
 রাজা হৈলা আনন্দিত মন ॥ মন্ত্রী অতি নরপতি
 বলিলা তখন । পুত্রের বিবাহ দিব করেছি মনন ॥
 শল্য নামে রাজা মগধের অধিকারী । কন্যা এক
 আছে তার পরমা সুন্দরী ॥ মগধ রাজ্যেতে দেহ
 দূত পাঠাইয়া । বিবাহের বিবরণ সকল লিখিয়া ॥
 রাজার আদেশ পাইয়া মন্ত্রীবিচক্ষণ । মগধ রাজ্যেতে
 দূত করিলা প্রেরণ ॥ প্রণাম করিয়া দূত গেল শীঘ্র-
 গতি । মগধ রাজ্যেতে যথা শল্য নরপতি ॥ উপনীত
 হৈল গিয়া রাজার সভায় । পত্র দিয়া ঘোড়হস্তে
 সম্মুখে দাণ্ডায় ॥ দূতে দেখি রাজমন্ত্রী কহেন
 তখন । কে তুমি কোথায় যাই কহ বিবরণ ॥ কর

যোড় করি দূত কহিতে লাগিল । ইন্দ্রসেন নরপতি
 মোরে পাঠাইল ॥ পত্রদিয়া সম্মুখেতে রহে দাণ্ডা-
 ইয়া । জিজ্ঞাসা করিলে আর সব বিস্তারিয়া ॥ পত্র
 পাঠ করি মন্ত্রী রাজারে কহিলা । শুনি রাজা আনন্দ
 লাগরে মগ্ন হৈলা ॥ দূতেরে ডাকিয়া নানা পুরস্কার
 দিয়া । কহিতে লাগিল । রাজা দূতে সম্বোধিয়া ॥
 ইন্দ্রসেন রাজাকে কহিবে নমস্কার । আজ্ঞাবর্তী
 আছি আমি সদত তাঁহার ॥ যে আজ্ঞা করিবেন
 তিনি করিব তথনি । অন্যথা নাহিক ইথে স্বরূপ
 কাহিনী ॥ এইমত নানা বাণ্য দূতেরে কহিয়া ।
 বিদায় করিল পত্র প্রত্যুত্তর দিয়া ॥ সভা হৈতে দূত
 অতি হরিষ অন্তরে । যাত্রা কৈলা প্রণাম করিয়া
 ভূপবরে ॥ ক্রমে ক্রমে নানা দেশ যায় ছাড়াইয়া ।
 চন্দ্রদ্বীপ নগরেতে উত্তরিল গিয়া ॥ উপনীত হয়ে
 ভূপে প্রণাম করিল । শল্যরাজ বাক্য সব রাজারে
 কহিল ॥ ভূপতিরে দিল শল্য ভূপতির পত্র । পত্র
 দৃষ্টে ভূপতিরপুলকিত চিত্র ॥ দূতেরেশেরোপা দিল
 বিবিধ রতন । প্রণাম করিয়া দূত করিলা গমন ॥
 প্রকুল বদনে রাজা কহিলা মন্ত্রীয়ে । বিবাহের আ-
 যোজন করহ লক্ষ্যে । রাজার আদেশে মন্ত্রী স্বরাশ্রিত

হৈয়া । প্রস্তুত করিলা দ্রব্য সমস্ত আনিয়া ॥ সভাসদ
 পণ্ডিতেরে বলিলা তখন । দিনস্থির কর শুভলগ্ন
 শুভক্ষণ ॥ মন্ত্রীরা আদেশে সভাসদ ভট্টাচার্য্য ।
 শুভক্ষণ শুভদিন করিলেন ধার্য্য ॥ কৰ্ম্মচারিগণেরে
 করিলা অনুমতি । বিবাহের আয়োজন কর শীঘ্রগতি
 মন্ত্রীর আদেশ পাইয়া কৰ্ম্মচারিগণ । অবিলম্বে
 কৈল যত দ্রব্য আয়োজন ॥ পত্রলিখি দেশে দেশে
 দূত পাঠাইলা । শুভলগ্ন পত্র শল্য রাজারে লিখিলা ॥
 পত্রিকা পাইবা মাত্রে শল্য নরপতি । পুনকে পুণিত
 চিত্র আনন্দিতঅতি ॥ মন্ত্রীরে ডাকিয়া আজ্ঞা করিলা
 তখন । বিবাহের দ্রব্য সব কর আয়োজন ॥ রাজার
 আদেশে মন্ত্রী অতি বিচক্ষণ । প্রস্তুত করিলা দ্রব্য
 যাহা প্রয়োজন ॥ ইন্দ্রসেন নরপতি বসিয়া সভাতে ।
 ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লয়ে অতি হরষিতে ॥ নানা মতে
 শাস্ত্রালাপ বুধগণ সঙ্কে । আনন্দিত নরপতি শাস্ত্রের
 প্রসঙ্গে ॥ বুধগণ সঙ্কেতে বিচার করি নানা । শুভক্ষণ
 শুভদিন করিলা গণনা ॥ লগ্নপত্র লিখে দূত করিলা
 প্রেরণ । মগধ রাজ্যেতে শল্য রাজার সদন ॥ অস্ত-
 পুরে নারীগণলয়ে রাজপুত্রে । হরিদ্রা লেপন করে
 কুমারের গাত্রে ॥ নানা বাদ্য জয়ধ্বনি করে নারীগণ

নানা মতে করে সবে মঙ্গলাচরণ ॥ বিবাহ উৎসর্গে
 রাজা আনন্দিত মন ॥ দরিদ্র জনারে দেন নানা
 বিধ ধন ॥ ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্যগণে বিনয় করিয়া ॥ বিদায়
 করিলা অকাতরে ধন দিয়া ॥ নানামত নৃত্য গীত
 রাজ ভবনেতে । ভূপতি আনন্দ অতি হইলা মনেতে
 পঞ্চদশ দিবস একপ রাগরঙ্গ । অবিশ্রাম গান বাদ্য
 নাহি তাল ভঙ্গ ॥ নগরের লোক যত সদা আনন্দিত ।
 দুঃখলেশ নাহি দিবানিশি হরষিত ॥ দিবা অবসান
 হইয়া আইল বামিনী । হেমকাম্বে অস্তাচলে গেল
 দিনমণি ॥ শ্রীনাথে করুণাময়ী করুণা করিয়া ।
 পারকর ভবান্নবে পদতরী দিয়া ॥



রাজা ইন্দ্রসেনের সৈন্য সুমঞ্জার্যে

মন্ত্রী প্রতি আদেশ ॥

প্রভাতেতে নরপতি, হরে হরষিত অতি, মন্ত্রী
 প্রতি করিলা আদেশ । হরে অতি স্বরাস্বিত, সৈন্য
 কর, সুমঞ্জিত, যাইতে হইবে দূর দেশ ॥ পেয়ে
 রাজ অনুমতি, মন্ত্রী অতি দ্রুতগতি, সেনাপতি নি-
 কটে চলিলা । বখা রসি সেনাপতি, ধীর বুদ্ধিবান

অতি, শীঘ্রগতি তথা উত্তরিল। ॥ দেখি মন্ত্রী আগম
 সেনাপতি বিচক্ষণ, বসিতে আসন দিয়া তা
 বসাইয়া সমাদরে, জিজ্ঞাসেন মন্ত্রীবরে, কি কার
 আইলে হেথায় ॥ হয়ে আনন্দিত মন, কহি
 বিবরণ, চাহি সেনাপতির বদন। ভূপতির অনুমতি
 দ্বারাকরি শীঘ্রগতি, সৈন্যগণ করহ সাজন ॥ কুমারে
 পরিণয়, শুন এই পরিচয়, ভূপতি করিলা অনুমতি
 আপনি সুসজ্জ হয়ে, সৈন্যগণ সঙ্গে লয়ে, চল শী
 যথা নরপতি ॥ মন্ত্রীর শুনি বচন, হয়ে পুলকিত ম
 সুসজ্জা করিছে সৈন্যগণ। ধনুশর হস্তে লয়ে, অ
 পনি সুসজ্জ হয়ে, সেনাপতি করিছে গমন ॥ অ
 গজ আরোহণে, পদাতিক সৈন্যগণে, সঙ্গে ক
 লইয়া চলিল। বিবিধ আয়ুধ করে, উন্নাসিত অন্ত
 নুপতি সম্মুখে উত্তরিল ॥ দেখি রাজা সৈন্যগণ, হ
 আনন্দিত মন, আজ্ঞা দিলা ডাকি সেনাপতি
 লয়ে সব সৈন্যগণ, দ্বারায় কর গমন, মগধ রাজ্যে
 শীঘ্রগতি ॥ পেয়ে রাজ অনুমতি, সেনাপতি দ্রুতগা
 সৈন্যগণ লইয়া চলিল। সৈন্য কোলাহল শব্দ
 শুনিয়া সকলে স্তব্ধ, বসুমতী কম্পিতা হইলা
 সৈন্যগণ আগমন, শুনিয়া শল্য রাজন, কহি

যন্ত্রীয়ে ডাকিয়া । হয়ে যন্ত্রী অগ্রসর, করি অতি
সমাদর, আন সবে শীঘ্রগতি গিয়া ॥ পেয়ে নৃপ
অনুমতি, হয়ে অতি দ্রুতগতি, সেনাপতি সঙ্গেতে
লইয়া । যথা সব সৈন্যগণ, ত্বরায় করি গমন, উপ-
নীত হৈলা দৌহে গিয়া ॥ যথা যোগ্য জনে জনে,
ক্রমে বিনয় বচনে, সকলেতে করি সমাদর ।
বাসস্থলে সৈন্যগণে, দিয়া মন্ত্রী জনে জনে, উত্তবিলা
রাজার গোচর ॥

—মৃত্যু—

ইন্দ্রসেন রাজা কুমারের সহিত মগধ

রাজ্যে গমন ।

পয়ার । হেথা ইন্দ্রসেন রাজা আনন্দিত মনে ।
নানা রত্নে সাজাইয়া আপন নন্দনে ॥ যুকুতা প্রবাল
মণিময় আভরণ । পরিধান করাইলা বিচিত্র বসন ॥
নানা রত্নে সুশোভিত হইলা কুমার । কন্দর্পের দর্প
চূর্ণ হৈল রূপে তার ॥ নগরের নারীগণ দেখিয়া
কুমারে । অধৈর্য্য হইলা সবে স্মর পঞ্চশরে ॥ রূপ
দেখি নারীগণ হইয়া চঞ্চলা । স্থির নহে সকলেতে
অস্থির হইলা ॥ পরস্পর রামাগণ কহিতে লাগিলা ।

ফোন রমণীর জন্যে বিধাতা সৃজিলা ॥ কতব্রত
করেছিল ধর্ম জন্মান্তরে । সেই পুণ্য কলে ধনী
পাবে এইবারে ॥ এতবলি নারীগণ কুমারে দেখিয়া ।
চিত্রপুতলির ন্যায় রহিলা চাহিয়া ॥ এইকপেনরপতি
কুমারে লইয়া । গজপৃষ্ঠে উঠিলেন আনন্দিত হৈয়
অশ্বাকৃৎ গজাকৃৎ যত নৃপগণ । সঙ্কেতে চলিল অবি
জানন্দিত মন ॥ আর আর অমাত্য বান্ধবগণ যত ।
পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন শত ॥ নানা জারি
বাদ্য বাজিতেছে নানা স্বরে । সুমধুর স্বরে তার মা
শ্রাণ করে ॥ এইকপে নরপতি কুমারে লইয়া ।
শল্যরাজ নগরেতে উত্তরিল গিয়া ॥ দূত গিয়া
দিল শল্য নরবরে । শুনিয়া ভূপতি অতি আনন্দ
জন্তরে ॥ অগ্রসর হৈলা লয়ে সতাসদগণ । পদব্রজে
নরপতি করিলা গমন ॥ ইন্দ্রসেন ভূপতির সম্মু
খেতে গিয়া । গলবস্ত্রে করযোড়ে রহে কীণ্ডাইয়া
গজপৃষ্ঠ হৈতে ইন্দ্রসেন নরপতি । ভূতলে নাশ্বির
হয়ে হরষিত অতি ॥ শল্যরাজ করে ধরি ভূপা
তধন ॥ মৃদুস্বরে কহিছেন মধুর বচন ॥ এত স্তা
মহারাজ কেনহে আমার । অদেয় কি আছে ব
আমার তোমার ॥ এতবলি দৌহাকার দৌহে হ

ধরি। আনন্দ অন্তরে গিয়া প্রবেশিল। পুরি ॥ সভা
 মধ্যে উপনীত হৈল দুই জন। গাত্রোথান করে যত
 সত্যসদগণ ॥ সভাস্ত সমস্ত লোক উঠি দাড়াইল।
 যথা যোগ্য সকলেতে সম্মান করিল ॥ সভামধ্যে দুই
 জনে কুমারে লইয়া। বসিলেন গিয়া অতি আনন্দিত
 হৈয়া ॥ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গণ চৌদিকে বেষ্টিত। তেজ
 স্বী তপস্বী যেন তপন উদ্ভিত ॥ বিচার করেন নানা
 শাস্ত্রের প্রসঙ্গে। আগম নিগম নানা শ্রুতি বেদ
 অঙ্গে ॥ ভাটে করে ভূপতির কুলের বর্ণন। শ্রবণে
 সভাস্থ সবে আনন্দিত মন ॥ শ্রীনাথে করুণা ময়ী
 করুণা করিয়া। ভবান্নবে পার কর পদতরী দিয় ॥



রাজপুত্রের বিবাহ।

দিক্স অরুণান হৈল উপনীত নিশি। গগণে উদয়
 বোলকলা পূর্ণ শশী ॥ শুভলগ্ন অনুসারে লইয়া
 কুমারে। স্ত্রী আচার অঙ্কপূরে নারীগণ করে ॥
 শঙ্খ বাদ্য গান বাদ্য কোলাহল ধ্বনি। আনন্দ
 অন্তরে করে যতেক রমণী ॥ দেখি যত নারীগণ

কুমারের রূপ । অরানল উত্তাপে উথলে রসকূপ
 অধৈর্য্য হইলা সবে আশ্চর্য্য দেখিয়া । লজ্জা ভ
 কুল মান সব পাসরিয়া ॥ ধৈর্য্যাবলম্বন করি য
 নারীগণ । পরস্পর কহে সবে মধুর বচন ॥ যেম
 স্কুপা কন্যা যোগ্যপাত্র তার । কি আশ্চর্য্য নিরীক্ষা
 দেখে বিধাতার ॥ কুমারেণে রামাগণ লইয়া তখন
 স্ত্রীসংচার করে সবে আনন্দিত মন ॥ অন্তস্পু
 হৈতে বরে আনিয়া বাহিরে । পাত্রস্থ করিলা কন
 অতি সমাদরে ॥ পুনরায় অন্তস্পুরে বরে লয়ে গেল
 চতুর্দিকে নারীগণ ঘেরিয়া বসিল ॥ মহানন্দে নৃত
 গীত করে নারীগণ । বাসরে বসিয়া সবে হরষি
 মন ॥ কৌতুক করেন নানা কুমারের সঙ্গে । রজ
 বঞ্চিলা সবে নানা রস রঞ্জে ॥ রজনী প্রভাত হৈ
 উদয় তপন । বাহিরে আইলা তখন রাজার নন্দন
 দরিদ্র দুঃখিতগণ নগরের যত । রাজার ভবনে স
 হৈলা উপনীত ॥ যথা যোগ্য ধনদান সভারে করিলা
 আনন্দ অন্তরে সবে বিদায় হইলা ॥ ব্রাহ্মণ পণ্ডি
 গণে অতি সমাদরে । নানা রত্নধন দান করি স
 কারে ॥ সাক্ষাৎ প্রণাম করি কহেন বচন ॥ আশ
 কাদ দম্পতীকে কর মুনিগণ । রাজার বিনয়ে ভু

হইয়া সকলে। আশীর্বাদ করিলেন অতি কুতূহলে।
 শল্য রাজ্য প্রতি ইন্দ্রসেন নরপতি। কহিতে লাগিল
 রাজা মধুর ভারতী ॥ দম্পতিরে নরপতি করহ
 বিদায়। আপনি সত্বর তুমি হও নররায় ॥ বহুদিন
 আসিয়াছি তোমার ভবনে। এক্ষণে বিদায় কর
 আনন্দিত মনে ॥ ইন্দ্রসেন ভূপতির বচন শুনিয়া।
 শল্য নরপতি কন মিনতি করিয়া ॥ কেমনে এমন
 বাক্য বলিলা আপনি। আমার ভবন এই অপূর্ব
 কাহিনী ॥ পূর্বেতে প্রভেদ ছিল এখন তা নয়।
 আমি তব পরিবার জানিহ নিশ্চয় ॥ সলঙ্ঘিত হয়ে
 রাজা কহেন বচন। তুমি আমি ভিন্ন নহি স্বরূপ
 বচন ॥ লৌকিক কিবল মাত্র আছয়ে প্রভেদ। নতু-
 বা হে এক আত্মা সিদ্ধ হয় বেদ ॥ আত্ম তত্ত্ব এই
 বটে লৌকিক তা নয়। আত্ম তত্ত্ব বিচারে ঈশ্বরে
 হয় লয় ॥ সে জ্ঞানে সংসার যাত্রা নির্বাহ না হয়।
 অতএব ভেদ জ্ঞান করিতেছে হয় ॥ ইন্দ্রসেন বচনে-
 তে শল্য নরপতি। পুলকে পূর্ণিত চিত্র হরষিত অতি
 সমাদরে শল্য রাজ্য করি আলিঙ্গন। কহিতে লাগিলা
 হয়ে আনন্দিত মন ॥ সদত আমারে রাজ্য রাখিবে
 মনেতে। বিস্মৃত আমারে না হইবে কোন মতে ॥

এত বলি অস্তঃপুরে করিলা গমন । রাণীর নিকটে
 গিয়া বসিলা রাজন ॥ কহিতে লাগিলা হয়ে সজ
 নয়ন । বিষাদিত নরপতি মলিন বদন ॥ প্রাণে
 সমান কন্যা বিনায় করিয়া । কেমনে রহিব ঘ
 ঠৈরয় ধরিয়া ॥ রাজার বিলাপে রাণী লাগিলা ক
 ন্দিতে । ঝর ঝর অশ্রু ধারা বহে নয়নেতে ॥ সত
 নয়নে নূপে লাগিলা কহিতে । থাকিতে এ প্র
 কন্যা না দিব যাইতে ॥ প্রাণের তনয়া আমি বিদ
 করিয়া । জুড়াব এ প্রাণ বল কাহারে দেখিয়া ॥ :
 গীর বচনে রাজা বলিলা বচন । অধৈর্য্যা হৈও না
 ধৈর্য্যাবলম্বন ॥ শীঘ্রগতি বিদায় করহ নন্দিনী
 এত বলি উঠি রাজা আইলা বাহিরে । বর ক
 লয়ে রাণী করায় ভোজন । বিদায় করিলা হয়ে স
 ল নয়ন ॥ শিবিকায় আরোহণ করায় কন্যা
 কান্দিতে লাগিলা রাণী গিয়া অস্তঃপুরে ॥ ইন্দ্র
 নরপতি বরকন্যা লয়া । গজ পৃষ্ঠে আরো
 আনন্দিত হইয়া ॥ শল্য নরপতি নূপ সম
 আসিয়া । বিবিধ বচন কহে মিনতি করিয়া ॥ আ
 রাখিবে মনে নাহি পাসরিবে । কুশল সমাদ
 সদত লিখিবে ॥ এত বলি শল্য রাজা হইয়া বিদ

সসৈন্যে চলিল। রাজ্যে ইস্ক্রসেন রায় ॥ নদ নদী
 বন ছাড়াইয়া নানা দেশ। চন্দ্রদ্বীপ নগরেতে করিল।
 প্রবেশ ॥ লোক মুখে শুনি রাণী পুত্র আগমন। আবা
 হন করিল। যতেক নারীগণ ॥ শঙ্করানি নানা মতে
 মঙ্গলাচরণ। আনন্দ অন্তরে করে যত নারীগণ ॥
 ভবনে গমন কৈল দম্পতীরে লয়ে। অন্তঃপুরে প্রবে
 শিল আনন্দিত হয়ে ॥ বর কন্যা প্রণমিল। রাণীর
 চরণে। আশীর্বাদ কৈল রাণী সহস্র বদনে ॥ পুত্র
 পুত্রবধু রাণী লইয়া তখন। নানা মতে করাইলেন
 দৌহারে ভোজন ॥ অন্তঃপুরে ছিল যত নগর
 রমণী। অকাতরে ধনদান করিলেন রাণী ॥ পাইয়া
 প্রচুর ধন যত নারীগণ। আশীর্বাদ করি সবে করিল।
 গমন ॥ নরপতি হর্ষ অতি বসিয়া সভায়। ধন বিতরণ
 করে কল্পতরু প্রায় ॥ শ্রীনাথে করুণা ময়ী করিয়া
 করুণা। বিতর কমল পদ মকরন্দ কণা ॥

একদিন নরপতি বসিয়া সভায়। ব্রাহ্মণপাণ্ডিত চতু-
 স্পাশ্বে শোভা পায় ॥ আশ্রিত্য বিচার করেন নরপতি
 মনেতে ভূপতি হয়ে আনন্দিত অতি ॥ বিষয়ে
 বৈরাগ্য হয়ে চিন্তিলেন মনে। প্রয়োজন নাহি আর
 এই রাজ্য ধনে ॥ অনিত্য সংসার এষ্ট সকলি অসার ॥

নিত্য বস্তু ভগবান পদ করি সারি ॥ অতুল ঐশ্বর্য
 ভোগ হৈল নানা মতে । স্থায়িত্ব কিছুই আমি
 দেখি ইহাতে ॥ সকলি অনিত্য নিত্য নহে রা-
 ধন । সঞ্জে নাহি যাবে হৈলে শরীর পতন ॥ এবে
 বিচার রাজ্য করি মনে মনে । মৌন হয়ে বসি
 রহিয়া ধরাসনে ॥ হেন কালে রাজপুত্র তথা
 নীত । ধরাসনে পিতারে দেখিয়া বিসাদিত ॥
 যোড়ে করি নৃপে কহেন বচন । চিন্তিত অন্তর কি
 কিসের কারণ ॥ চন্দ্রকুমারে রাজ্য দেখিয়া নয়ন
 সজল নয়নে নৃপ কহেন নন্দনে ॥ বৃদ্ধ হইয়াছি
 কার্য্য নাই রাজ্য । অরণ্যে যাইব মনে করিয়
 ধার্য্য ॥ উপযুক্ত পুত্র তুমি রাজ্য ভোগ কর । অর
 যাইব মনে হইওনা কাতর ॥ পুত্র সম প্রজাগণ
 পালন । প্রজার পীড়ন না করিবে কদাচন ॥
 প্রতিদৃষ্টি যেন অনুক্ষণরয় । যথাধর্ম্মস্তথা জয় বুধ
 কর ॥ ইন্দ্রসেন নরপতি এতেক কহিয়া । কানট
 প্রবেশিল পুত্রে রাজ্য দিয়া ॥ সমাধি করিয়া
 লেন নরপতি । শুদ্ধচিত্ত হৃদয়ে আতি আনন্দিত
 পিতৃ শোকে রাজপুত্র হইয়া কাতর । ছনয়নে
 ধরিয়া রহে নিবন্ধ ॥ চিত্রসেন ডাকি তবে

দন । কহিতে লাগিলা হয়ে সজলনয়ন ॥ চিরকাল
 করি নু ভ্রমণ । সে দুঃখ সহিয়া ছিনু পিতার
 রি ॥ এখন ত্যজিয়া পিতা গেলেন কাননে ।
 তৃহীন হয়ে গৃহের হিব কেমনে ॥ চিত্রসেন শূনি
 দ্রকুমার বচন । কহিতে লাগিলা হয়ে মলিনবদন ॥
 রকাল কারো নাহি থাকে মাতা পিতা । কি কারণ
 কারণ খেদ কর বৃথা ॥ চিরস্থায়ী নহে কেহ জগৎ
 সারে । মহাকাল গ্রাস কেহ এড়াইতে নারে ॥ জন্ম
 হলেমৃত্যু হয় বিধাতা লিখন । অন্যথা নাহিক ইথে
 কপ বচন ॥ বৃথা কেন রাজপুত্র করিছ রোদন ।
 নাহি হয় মহাপাপ শাস্ত্রের লিখন ॥ চিত্রসেন বাক্যে
 নে এবোধ পাইয়া । রাজপুত্র ক্ষণেক রহেন মৌন
 ইয়া ॥ শোক ত্যজি রাজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ।
 প্রণা করেন চিত্রসেনেরে লইয়া ॥ পুত্র সম প্রজা-
 গ করেন পালন । মহানুখী সকলেতে আনন্দিত
 ন ॥ কিছু দিন পরে রাণী হৈলা গর্ভবতী । ক্রমে
 শীকলা তুল্য হইলা উন্মতি ॥ পূর্ণকালে ধরাতলে
 এসবে নন্দন । নিঙ্কলক্ষ শশাঙ্ক রাজকুমার বদন ॥
 দধি পুরবাসীগণ হৈলা চমৎকার । পরস্পর কহে
 বে দেখিয়া কুমার ॥ মানব লীলার ছলে দেব

অবতার। উত্তরিল্য ধরাতলে ভবনে রাজার ॥ মনু-
 ষ্যের হেন রূপ কতুনাছি দেখি। রূপের লাবণ্য
 দেখি জুড়ালো গো আঁখি ॥ প্রসেনী বাহিরে গিয়া
 রাজারে জানায়। শুনি হরষিত চিত্ত হৈলা নররায় ॥
 অন্তর্যুগে গিয়া রাজা কুমারে দেখিয়া। অনিমিত্ত
 নয়নেতে রহেন চাহিয়া ॥ রূপের লাবণ্য দেখি
 বিচারেন মনে। দেবতা লীলার ছলে আমার ভবনে ॥
 জন্মনিলা আসি এই বালকের রূপে। মনুষ্যের হেন
 রূপ নহে কোনরূপে ॥ অপরূপরূপ দেখি বিস্ময় ভূ-
 পতি ॥ বাহিরেতে নরপতি গিয়া শীঘ্রগতি ॥ মন্ত্রী প্রতি
 অনুমতি করিলা রাজন। দুঃখিত দরিদ্রে কর ধন
 বিতরণ ॥ যে আশা বলিয়া মন্ত্রী গিয়া ধনাগারে।
 মনের বাঞ্ছিত ধন দিলেন সবারে ॥ অদৈন্য হইয়া
 সবে আনন্দিত মনে। আশীর্বাদ করে সবে রাজার
 নন্দনে ॥ চন্দ্রদ্বীপ নগরেতে মহা মহোৎসব।
 আনন্দ সাগরে মগ্ন জয়ধ্বনি রব ॥ দুঃখিত দরিদ্র
 দ্বিজ পাইয়া বহু ধন। অতি হরষিত মতি হৈলা
 সর্বজন ॥ নানা মত গান বাদ্য প্রতি ঘরে ঘরে।
 ভূপতি প্রফুল্ল অতি হইলা অন্তরে ॥ এক পক্ষ এই-
 রূপ রাজ ভবনেতে। আনন্দ উৎসব রব হয় নানা

ত ॥ হয় মাসে অন্নদীনা দিন শুভক্ষণে । চিত্তরথ
 দীনা রাজার নন্দনে ॥ দিনে দিনে বৃদ্ধি হয়
 জার কুমার । অপকপ কপ যেন দ্বিতীয় কুমার ॥
 প্রথম বৎসর যখন হইল অতীত । শুভক্ষণে আনা-
 য়া গুরু পুরোহিত ॥ আচার্য্যে কুমারে করিলা
 মর্পণ । বিধি অনুসারে কয়াইতে অধ্যয়ন ॥
 আচার্য্য কুমারে লয়ে অতি শুভক্ষণে । নানা মতে
 শিক্ষাদেন রাজার নন্দনে ॥ কিছু দিন শিক্ষা পাইয়া
 জার নন্দন । সর্বশাস্ত্রে বিলক্ষণ হৈলা বিচক্ষণ ।
 আচার্য্য কুমারে লয়ে রাজার সভায় । উপনীত হৈলা
 গিয়া যথা নররায় ॥ আচার্য্য দেখিয়া রাজা করিয়া
 মনতি । করযোড়ে জিজ্ঞাসা করেন নরপতি ॥
 কি কারণে আগমন লইয়া কুমারে । শুনিতে বাসনা
 হইয়াছে অন্তরে ॥ রাজার বিনয়ে তুষ্ট আচার্য্য
 হইয়া । ভূপতিরে কহিছেন আশীষ করিয়া ॥ পরী-
 ক্ষা করহ রাজা তোমার নন্দন । কি পর্য্যন্ত হইয়াছে
 শাস্ত্রে অধ্যয়ন ॥ সভাসদ পণ্ডিতগণেরে নরপতি ।
 পুত্রের পরীক্ষা লইতে কৈলা অনুমতি ॥ ত্রীনাথে
 কল্পণাময়ী কল্পণ করিয়া । ভবান্নবে পার কর পদ-
 ত্তরী দিয়া ॥

ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য কুমার । নানা মতে
 শাস্ত্রালাপ করেন কুমার ॥ বিচারে হইয়া ভূট কত
 বুধগণ । ধন্য ধন্য প্রশংসা করয়ে সর্বজন ॥ শুন
 মহারাজ এই তোমার নন্দন । সর্ব শাস্ত্রে হইয়াছে
 অতি বিচক্ষণ ॥ শুন নরপতি অতি হরিষ অন্তরে ।
 ক্রোড়ে করি লইলেন আপন কুমারে ॥ লক্ষ লক্ষ
 চুয়দিয়া কমল বদনে । কহিতে লাগিলা তুপ অমিয়
 বচনে ॥ বহুদিনান্তরে বাছা দেখিয়া বদন । আনন্দ
 সাগরে মগ্ন হৈল মম মন ॥ এ রাজ্য তোমার পুত্র
 তুমি হও রাজা । পুত্রসম পালন করহ সব প্রজা ॥
 এত বলি মন্ত্রী প্রতি কৈলা অনুমতি । পুত্রে অভি-
 ষেক মন্ত্রী কর শীঘ্রগতি ॥ পুত্রে রাজ্য দিয়া আমি
 বনে প্রবেশিব । নিত্যবস্তু ভগবান পদ আরাধিব ॥
 অনিত্য বিষয় ভোগ হৈল নানা মতে । সুখবোধ
 মনেতে না হৈল কোন মতে ॥ চিন্তিতে নাহিক
 আর বিষয় বাসনা । বনে প্রবেশিয়া করি ঈশ্বর
 সাধনা ॥ এত বলি মোন হয়ে রহিলা রাজন । ইজিতে
 বুঝিলা তখন মন্ত্রী বিচক্ষণ ॥ গুরু পুরোহিত আনি
 দেখি শুভক্ষণ । রাজপুত্রে অভিষেক কৈলা ততক্ষণ ।
 সভাসদ পাত্রমিত্র গণেরে চাহিয়া । কহিতে লাগিলা

বিনয় করিয়া ॥ অতিশিশু চিত্ররথ আমার
 ভাল বন্দ কিছু নাহি জানে কদাচন ॥
 মি সর্বশাস্ত্রে অতি বিচক্ষণ । তে কারণে সম-
 গামারে নন্দন ॥ সদত কুমারে হিত উপদেশ
 বেদবিধি মত কৰ্ম করিতে কহিবে ॥ অবি-
 প্রজাগণ দুঃখিত অন্তরে । কাতর হইয়া যেন
 না করে ॥ অধিক তোমারে বলা নাহি প্রয়ো-
 গশাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি অতি বিচক্ষণ ॥ এতবলি
 ॥ সঙ্কেতে করিয়া । কাননে প্রবেশে রাজা
 ত হইয়া ॥ চিত্ররথ কিছু দূর চলিলা সঙ্কেতে
 পশ্চাতে যান কান্দিতে কান্দিতে ॥ প্রবোধ
 ত পুজ্ঞে সান্ত্বনা করিয়া । বিদায় করিলা নানা
 হইয়া ॥ প্রবেশ করিলা দৌহে গহন কননে ।
 করিয়া বসিলেন যোগাসনে ॥ রাজপুত্র
 ত করিয়া গমন । পিতৃ শোকে উচ্চৈঃস্বরে
 রাদন ॥ ক্ষণেকতে চিত্ররথ শোক তেয়া-
 অন্তপ্পুর মধ্যে রাজা প্রবেশিলা গিয়া ॥
 হে নারীগণ পড়িয়া ভুতলে । অবিভ্রাম
 হে নরনের জলে ॥ নানামতে ঘুরাইয়া
 গণে । প্রবোধ পাইলা চিত্ররথের বচনে ॥

সাহস করিয়া রাজ্য বাহিরে করিয়া । বসি
 দিগন্তপরে বার দিয়া ॥ গুরু পুরোহিত
 মন্ত্রীরে লইয়া । রাজ কার্য করিছেন আনন্দিত
 সুবিচারে মহানুখী হৈয়া প্রজাগণ । প্রশংসা রাজ
 সবে করে সর্বক্ষণ ॥ জীনাথে করুণাময়ী ক
 করিয়া । ভবান্ধবে পার কর পদ তারি দিয়া ॥

চন্দ্রের পৃষ্ঠেতে সিন্দূ যোজন করিয়া । ভ
 দক্ষিণেতে অশীতি নিয়োজিয়া ॥ ইহাতে
 শকাব্দার নিকপণ । বৃত্ত করি বুঝিবে পণ্ডি
 গণ ॥ সুধাকর পরে ঋতু রাখিবে দক্ষিণে । দিন
 ইহাতে বুঝিবে বিজ্ঞজনে ॥ তুলা রাশি মাসে
 পতি গুরুবারে । সমাপ্ত করিলাম যথা সাধ্য
 সারে ॥

সমাপ্তঃ ।



সাক্ষ্য করিয়া রাজ্য বাহিরে করিয়া। বসি
 বিজয়পরে বার দিয়া ॥ গুরু পুরোহিত
 মন্ত্রীর লইয়া। রাজ্য কার্য করিছেন আনন্দিত
 সুবিচারে মহানুখী হৈয়া প্রজাগণ। প্রশংসা রাজ
 সবে করে সর্বক্ষণ ॥ জীনাথে করুণাময়ী ক
 করিয়া। ভবান্বে পার কর পদ ভরি দিয়া ॥

চন্দ্রের পৃষ্ঠেতে সিন্ধু যোজন করিয়া। ত
 দক্ষিণেতে অশীতি নিয়োজিয়া ॥ ইহাতে
 শকাব্দার নিকৃপণ। যুক্ত করি বুঝিবে পণ্ডি
 গণ ॥ সুধাকর পরে ঋতু রাখিবে দক্ষিণে। দিন
 ইহাতে বুঝিবে বিজ্ঞজনে ॥ তুলা রাশি মাসে
 পতি গুরুবারে। সমাপ্ত করিলাম যথা সাধ্য
 সারে ॥

সমাপ্তঃ।

—

